প্রবাসে ঈদ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতার প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির ঈদ ম্যাগাজিন

Bangladeshi Community Eid Magazine 2018

Eid mubarak

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আত্মশুদ্ধির ছোঁয়ায়
কল্যাণময় হোক আমাদের জীবন
কাতারপ্রবাসী সব বাংলাদেশি ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক

মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা

শরিফুল হক সাজু

সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটি

সদস্য সচিব
ধানসিড়ি বিএনপি, কাতার শাখা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
শামছ পারফিউম সুকওয়াকিফ, দোহা

স্বত্বাধিকারী
ইভিনিং স্পাইস রেস্টুরেন্ট

Evening Spice

ঈদ মুবারক।
ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতার প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারের দেশীয় আয়োজন নিয়ে আমরা আছি আপনাদের সেবায়। চলে আসুন এশিয়ান টাউনের প্লাজা মলে। উপভোগ করুন আমাদের সুস্বাদু নানা আয়োজন।

ঠিকানা: ইভিনিং স্পাইসি, এশিয়ান টাউন (প্লাজা মল)
ভবন নং: ৩৫৫, দোকান নং: ২২৭, জোন: ৫৬, সড়ক নং: ১০০
মোবাইল: ৫০৮৮ ১৭৩৩, টেলিফোন: ৪৪৪১ ১৭৩৩

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারের মহামান্য আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানির প্রতি বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে ঈদের শুভেচ্ছা।
ঈদ মুবারক।

মহান আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানির নেতৃত্বে কাতার আজ বিশ্বের বিস্ময়।

কাতারের এই অব্যাহত উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় আমরাও গর্বিত অংশীদার। কাতারের জনগণ এবং কাতারপ্রবাসী সব বাংলাদেশির প্রতি আমাদের ঈদের শুভেচ্ছা।

ঈদ মোবারক
প্রবাসী গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী সবাইকে
ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা
Q-Bistro
Healthy & Delicious
Yummy hut
World Class yummy Food
• ৪৭/এ কুমার পাড়া, সিলেট।
• কোর্ট রোড, মৌলভীবাজার।
• জিন্দাবাজার, সিলেট।
• নয়াসড়ক, সিলেট।

ঈদ মোবারক
Yummy hut
World Class yummy Food
প্রবাসী গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী সবাইকে
ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা
জিন্দাবাজার , সিলেট
নয়া সড়ক , সিলেট

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা

অধ্যাপক তপন মহাজন

প্রধান উপদেষ্টা, রূপসী বাংলা সাংস্কৃতিক জোট
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও সমাজসেবক

TTC
TAPAN
TRADING & CONTRACTING

তপন ট্রেডিং এন্ড কন্ট্রাক্টিং

মোবাইল : ৭০৯৯ ০০১৭
৬৬৯৮ ৩৫৮৮, ৩০৯৭৬০৪৬

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
কাতারপ্রবাসী ও বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে

ঈদের শুভেচ্ছা

হাজী মোহাম্মদ বাশার সরকার

স্বত্বাধিকারী

হ্যামিলিয়ন আবায়া
রিমিয়া আবায়া
মুহান্নাদি আবায়া
ফেস্টিভ্যাল আবায়া
স্কাই টেক্সটাইল
ফাহাদ টেক্সটাইল
তাসামিম টেইলার্স
মুতাহাদ্দেরা টেইলার্স
আবায়া আলমুতাহাদ্দেরা

ফেমাস হেলথ কেয়ার
মানিকপুর প্লাজা, সদর হাসপাতাল রোড
মানিকপুর, মুন্সিগঞ্জ

Eid mubarak

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও
বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে
ঈদের শুভেচ্ছা

ঈদ মুবারক

মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া

সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি, দোহা-কাতার
প্রেসিডেন্ট, কাতার-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, কাতার
ডিস্ট্রিবিউটর, ওয়ালটন, দোহা (যোগাযোগ: ০০৯৭৪ ৪৪৩২ ৬৭৬৭)
ফাহাদ ট্রেডিং কোম্পানি (৩৪ বছরের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান)
যোগাযোগ : ৪৪৪৩২৮৯২

ইমেইল : fahadtradingcompany1984@gmail.com
ওয়েবাইট : fahadtrdco-walton.com

স্বাগত কলাম

সম্পাদনা ও প্রকাশনা:
তামীম রায়হান
আবু হানিফ রানা

সহযোগিতায়:
ই এম আকাশ
এম এ সালাম
আমিনুল ইসলাম

বিশেষ কৃতজ্ঞতা:
শরিফুল হক সাজু
নাসির উদ্দীন চৌধুরী

বছর ঘুরে আমাদের দুয়ারে আবারও হাজির ঈদুল ফিতর। পবিত্র রমজান মাসজুড়ে রোজা ও অন্যান্য ইবাদতে মগ্ন থাকার পর মুসলমানদের জন্য পরম করুণাময়ের এক বিশেষ উপহার এই ঈদুল ফিতর, যা আমাদের সবার জন্য সাম্য ও একতার আনন্দময় বার্তা বয়ে আনে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে যে কালজয়ী গান রচনা করেছিলেন, সেটির শুরুতে রয়েছে, 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ/ তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানী তাগিদ।' এখানে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার যে আসমানি তাগিদ তুলে ধরা হয়েছে, বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীরা এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কারণ, প্রবাসী মানেই অক্লান্ত খাটুনি ও শ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত সবটুকু অর্থ পরিবারের জন্য পাঠিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। নিজের জন্য কিছু নয়, বরং পরিবারের প্রত্যেকের জন্য হোক সবকিছু, এর মধ্যেই প্রবাসীরা খুঁজে পান ঈদের প্রকৃত আনন্দ।

আর তাই ঈদের আনন্দমুখর আবহ যেমন একেক দেশে একেক রকম, তেমনিভাবে তা একই দেশের হয়েও দেশ ও প্রবাসে থাকা মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকম আমেজ নিয়ে হাজির হয়। বাংলাদেশি হিসেবে স্বদেশে থাকাকালে আমরা যেভাবে ঈদের বর্ণিল উৎসবে মেতে ওঠি, দেশ থেকে দূরে বিদেশে থাকাকালে সেই আবহ ও আমেজ আমরা হারিয়ে ফেলি নিজেদের অজান্তে। ফলে শত চেষ্টা করে চাইলেও যেন দূর পরবাসে আমরা ঈদের দেশীয় আনন্দটুকু কোথাও খুঁজে পাই না। বরং পরিবরের সুখধ্বনি শুনে আমাদের মনে যেটুকু স্বস্তি ছুঁয়ে যায়, সেটাই আমাদের পরম প্রাপ্তি।

পরিবার ও বন্ধুবিহীন এই দূরদেশে প্রবাসীদের তৃপ্তি-অতৃপ্তি এবং দেশে ফেলে আসা ঈদের সুখময় স্মৃতি ফুটে উঠেছে এই ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখালেখিতে। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এত বিপুলসংখ্যক প্রবাসী লেখা পাঠাবেন, তা আমরা কখনো ভাবিনি। অনেক লেখা থেকে বাছাই করে এমন কিছু লেখা আমরা এই ম্যাগাজিনে পাঠকদের উদ্দেশে তুলে ধরছি, যা অপ্রকাশিত অন্য লেখাগুলোরও প্রতিনিধিত্ব করে।

যারা এই ম্যাগাজিনে প্রকাশের উদ্দেশে লেখা পাঠিয়েছেন এবং যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন, সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। আনন্দময় এবং উৎসবমুখর পরিবেশে কাটুক আপনাদের ঈদের অবসর, এই প্রত্যাশায় সবাইকে ঈদ মুবারক।

ঈদ মোবারক
কাতারপ্রবাসী সবাইকে ঈদুল ফিতরের
শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ
আব্দুল মতিন পাটোয়ারী
চেয়ারম্যান
এএমপি কল্যাণ ট্রাস্ট
স্বত্বাধিকারী
স্কাই মল এন্ড আলনাইমি ট্রেডিং
সভাপতি
নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি বিজনেস
অ্যাসোসিয়েশন, কাতার
মোবাইল: ৫৫৫০ ৩৯১৬

আলফাজাল পারফিউমস এন্ড কসমেটিকস
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও বিশ্বময়
ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা
عيد مبارك
الفضل
للعطورات
সুক ওয়াকিফ, দোহা, কাতার ■ টেলিফোন: ৪৪৩৫ ৩৪১৫
alfazalperfume
alfazalperfume

দেশীয় আবহে ঈদের আনন্দ আজো অবিস্মরণীয়

আসুদ আহমদ

জীবনের নানা পর্যায়ে ধাপে ধাপে প্রতিবছরই ঈদ আসে, আমরা বয়স ও সময় অনুসারে সেই ঈদ নানাভাবে উদযাপন করে থাকি। তবে আমার বেলায় শৈশব ও কৈশোরে ফেলে আসা ঈদের স্মৃতি আজো আমাকে আপ্লুত করে। তখন সবার সঙ্গে ঈদের দিন সকালে নামাজ পড়তে যাওয়া এবং নামাজ শেষে ফিরে আসার পুরো ব্যাপারটি ছিল আমাদের মতো ছোটদের জন্য প্রবল আনন্দের বিষয়।

আমাদের এলাকায় বাংলাটিলা নামে একটি উঁচু জায়গা আছে, সেখানে ঈদের বিশাল জামাত অনুষ্ঠিত হতো। পুরো ইউনিয়নের মানুষ সেখানে ঈদের নামাজ আদায় করতে আসতেন। এত মানুষের সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়া এবং নামাজে যাওয়া-আসার স্মৃতি আজো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

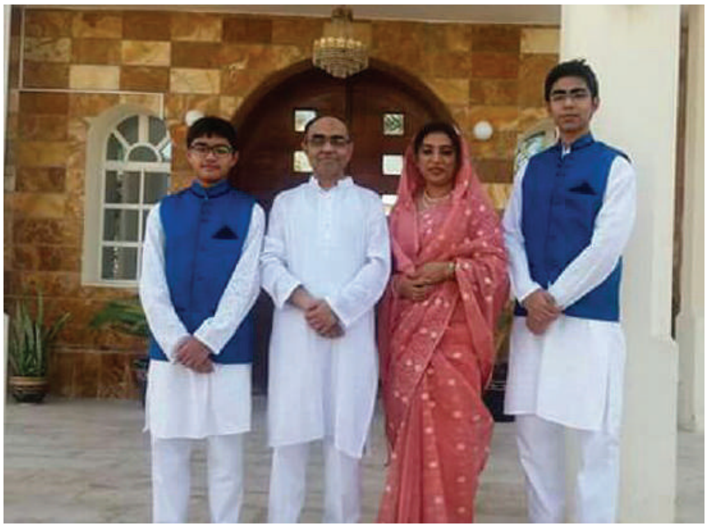

এরপর ঈদের নামাজ শেষে আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়া, সালাম করা, খাওয়া দাওয়া করা- এভাবেই দিনটি কেটে যেত। এর মধ্যে আমরা যে আনন্দ ও হৈ হুল্লোড় উপভোগ করতাম, সেটিই ছিল আমাদের কাছে ওই বয়সে ঈদের প্রকৃত আনন্দ।

এরপর এই কর্মজীবনে ঈদের সময় বিভিন্ন দেশে থাকার সুযোগ হয়েছে। দেশের বাইরে ঈদের স্মৃতিতে নিউইয়র্কে কাটানো ঈদের কথা আমার বেশি মনে পড়ে। কারণ, সেটি ছিল দেশের বাইরে আমার আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আমার প্রথম ঈদ উদযাপন। যদিও অনেক বাংলাদেশির বসবাস ছিল নিউইয়র্কে, কিন্তু দেশে থাকাকালে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাত ও কুশল বিনিময়ের যে অনুভূতি, তা সেখানে ছিল না। এখন অবশ্য দেশের বাইরে ঈদ সয়ে গেছে।

কাতারে আমার ঈদের দিনটি অনেক ব্যস্ততায় কেটে যায়। ভোরে ছেলেদের সঙ্গে বাসার কাছে অবস্থিত মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করি। এরপর কাতারের মহামান্য আমিরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য সাক্ষাত করতে আমিরি প্রাসাদে যেতে হয়। সেখান থেকে ফিরে আসার পর বাংলাদেশি কমিউনিটির লোকজনের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে করতে দিনের বেশিরভাগ পার হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর কূটনৈতিক কোনো অনুষ্ঠান থাকলে সেখানে অংশ নিই। নয়তো পরিবারের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাই বা বাসায় সময় দিই।

প্রযুক্তির সুবাদে এখন দূরে থাকলেও ঈদের সময় পরিচিতজনদের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করা যাচ্ছে। ফলে সরাসরি দেখা সাক্ষাতের যে অনুভূতি, সেটুকু হয়তো আমরা পাচ্ছি না। কিন্তু পরিবারের ভাইবোন এবং আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ ও কুশল বিনিময়ের অভাবটুকু পূরণ হয়ে যাচ্ছে।

দায়িত্ব পালনের সুবাদে আমি এখন কাতারে। এর আগে অন্যান্য দেশে থেকেছি। সেসব দেশে ঈদ উদযাপন করেছি। আমার সঙ্গে আমার দু ছেলেও এসব ঈদ উদযাপনে অংশ নেয়। কিন্তু দেশে ঈদের যে আবহ এবং সবার সঙ্গে উদযাপনের যে আনন্দ, তা থেকে আমার ছেলেরা বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ঈদের আনন্দময় পরিবেশ বুঝার জন্য তাদের হয়তো ছবি দেখিয়ে বলা যেতে পারে, এভাবে দেশে ঈদ হয়ে থাকে- কিন্তু নিজেদের অংশগ্রহণ না থাকলে সেই অনুভূতি পাওয়া তো সম্ভব নয়। আমি ভাবি, আমার সন্তানরা যদি সবসময় দেশীয় ঐতিহ্যে ঈদের উৎসব উপভোগ করার সুযোগ পেত, তবে তাদের এই সময়টা আরও বেশি আনন্দমুখর হতো।

আমাদের পূর্বপুরুষদের সেকালের সঙ্গে বর্তমানে মানুষের একালের ঈদে অনেক পার্থক্য। ঈদের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক সামাজিক আচার-আচরণ এখন বদলে গেছে। আগেকার দিনে যেমন ঈদের সময় সবাই একসঙ্গে হতো এবং সরাসরি দেখা সাক্ষাত ও গল্পগুজবের সুযোগ ঘটতো, সেটা এখন নেই। এখন তো অনেকে ঈদের সময়টুকু টিভি দেখে বা প্রযুক্তির সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেয়, ফলে সবার সঙ্গে মিলেমিশে ঈদের আনন্দ উপভোগের বিষয়টি অনেক বদলে গেছে।

প্রবাসে থাকাকালে অনেকে মলিনমুখে ঈদের দিনটি কাটিয়ে দেন। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলি, ঈদের আনন্দ আমাদের সবার জন্য। ফলে আমরা যখন যেখানেই থাকি না কেন, সময় ও অবস্থা যেমনই হোক না কেন,আশেপাশের সবার সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে ঈদ উদযাপন করা উচিত। কারণ, কেউ যদি বিষন্নতায় ঈদের দিনটুকু পার করে, তবে মনে রাখা উচিত, এই ঈদ তো আর কখনো ফিরে আসবে না। কাজেই সময় যেহেতু চলে যাচ্ছে, এই সময়টুকু আমরা মিলেমিশে আনন্দময় করে কাটাতে পারি।

লেখক: কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত, দোহা, কাতার

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও
বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে
ঈদের শুভেচ্ছা
শিব্বির আহমদ
আলআসালা মাস্টার পিস
পারফিউমস এন্ড গিফটস
আজমির ট্রেডিং এন্ড কনট্রাক্টিং
খামিস-জুমআ সুক, দোহা, কাতার
টেলিফোন: ৪৪৬৯ ০১০৭, পোস্ট বক্স: ৩০৪০৮

প্রবাসে খুঁজে ফিরি ঈদ কার্ড এবং ঈদ সাহিত্য সংখ্যা

আবদুল্লাহ আল মামুন

অবরুদ্ধ কাতারে দ্বিতীয় ঈদ। গত বছরের পবিত্র রমজান মাসে কাতারের উপর নেমে এসছিল অবরোধের খড়গ। জল, স্থল ও আকাশপথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিবেশী ক'টি দেশ। দিন গড়িয়ে একটি বছর পেরিয়ে গেছে। আবারও আমাদের দ্বারে ফিরে এসেছে ঈদুল ফিতর।

গতবারের তুলনায় এবারের ঈদে কাতারের মানুষের মধ্যে তেমন কোনো অনিশ্চয়তার রেশ দেখতে পাচ্ছি না। ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মস্থলে এবং বাজারে ফিরে এসেছে মানুষের আস্থা। তবে কাতারে স্বস্তি ফিরে আসলেও ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও ইয়ামেনে মৃত্যুর মিছিল, এবারের ঈদের আনন্দকে ফিকে করে দিচ্ছে বারবার। একদিকে আমরা ধুমধাম করে ঈদ উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, অন্যদিকে ফিলিস্তিনের বাড়ী বাড়ী চলছে স্বজনহারা মানুষের আহাজারি। ঈদের নামাজ পড়তে পারবেন কিনা সেটাও জানে না ওরা।

ঈদ নিয়ে কী লিখবো? বাংলা একাডেমি বানানের হুলিয়া পাল্টাতে যেরকম উঠে পড়ে লেগেছে, তাতে শত বছরের ব্যবহৃত শব্দ 'ঈদ' বানান কিভাবে লিখবো সে নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দে কেটে গেছে বহুক্ষণ। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকা, সামাজিক মাধ্যমে বয়ে গেছে আলোচনা ও সমালোচনার ঝড়। ঈদ একটি বিদেশি শব্দ। বানানের নিয়েমের প্যাচে ফেলে এই শব্দ লিখতে গেলে অর্থেরও বিকৃতি ঘটতে পারে। তাই এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম হলে অসুবিধা কোথায়?

যা বলছিলাম, এখন জীবনের এমন একটা সময় পার করছি যখন ঈদের মানেটা অন্ততঃ আমার কাছে অনেকের চেয়ে আলাদা। নিজের পরিবার, পরিজনদের মুখে কিভাবে ঈদের খুশীর রং মেখে দিতে পারি সে ভাবনাতেই বিভোর থাকতে হয় সব সময়। অন্যদের জন্য খরচ করতে পারলেই যেনো নিজের তৃপ্তি মেটে।

ছোটোবেলায় ঠিক ছিল তার উল্টো। রমজানের শুরুতেই ঈদে এটা কিনে দাও, ওটা কিনে দাও এ ধরণের বায়না ধরতাম। কিন্তু প্রবাসে আমার সন্তানদের মুখে তেমন কোনো আবদার শুনিনি। জামা-কাপড় একটা দিলেই হলো, তাতেই খুশী। দেশের সত্যিকার ঈদের আমেজ ওদের ছুঁতে পারে না বলেই হয়তো ঈদ আসলে তেমন একটা প্রতিক্রিয়া দেখায় না। বন্ধুদের মুখে শুনি, দেশে ছেলে-মেয়েদের ঈদের প্রধান বায়না হচ্ছে মুঠোফোনের সেট, ট্যাবলেট এবং ভিডিও গেম্‌স।

ঈদ আসলে এখন দু'টো জিনিসের শূন্যতা অনুভব করি, ঈদ

কার্ড এবং ঈদ সাহিত্য সংখ্যা। এক সময় ঈদ কার্ডের আদান-প্রদান ছিল ঈদ আনন্দেরই একটি অন্যতম অংশ। ফলে ঈদের অনেক আগে থেকেই আনন্দের ছোঁয়া পেতো সবাই। রমজানের শুরু থেকেই ঈদ কার্ড কেনার ধুম পড়ে যেতো। শহর কিংবা গ্রামের দোকানে চলতো ঈদ কার্ডের রমরমা ব্যবসা। দেশে বিদেশে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের আমরা পাঠাতাম নানা রঙের বর্ণিল কার্ড। এরপর চলতো ডাকে প্রিয়জনদের কাছ থেকে ঈদ কার্ড পাওয়ার জন্য অপেক্ষার পালা। অনেকে আবার নিজ হাতে এঁকে যত্ন করে তৈরি করতেন শৈল্পিক ঈদ কার্ড। কারো পাঠানো সুন্দর ডিজাইনের ঈদ মুবারক লেখা কোনো কার্ড যখন হাতে আসতো, তখন বুকের মধ্যে উঠতো খুশীর ফোয়ারা।

কিন্তু আজকের ডিজিটাল যুগে, ঈদ কার্ডের প্রচলন নেই বললেই চলে। বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই ঐতিহ্য। এখন সমাজিক মাধ্যমে, কিংবা মুঠোফোনে বার্তা পাঠিয়েই শুভেচ্ছা জানানোর কাজ সেরে ফেলছে সবাই। ঈদের আগমনে বিভিন্ন অ্যানিমেশন ও ভিডিও ম্যাসজে ভর্তি হয়ে যায় ম্যাসেঞ্জারের ইনবক্স। একটা সুন্দর কিছু পেলে, অনেকে সেটা কপি করে সবাইকে গণহারে পাঠাতে থাকেন। যা আমার কাছে সত্যিই বিরক্তিকর মনে হয়। ফেসবুকের পাতায় সবাইকে শুভেচ্ছার স্টাট্যাস দিতে থাকেন বন্ধুরা। এতে শুভেচ্ছা হয়তো জানানো হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকে না। সময়ের সাথে যুগ পাল্টে গেছে এ কথা মানি। তাই বলে গুগল থেকে ছবি কপি করে পাঠাতে হবে কেনো? নিজে দু-একটা শব্দ লিখে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা পাঠালে ক্ষতি কী?

এখন ঈদ আসলে দেশের বড় বড় পত্রিকা এবং জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনগুলো বড় আকারের ঈদ সংখ্যা বের করে। আমাদের সময় বিচিত্রা, রোববার, সচিত্র সন্ধানীর মতো সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের ঈদ সংখ্যা খুব জনপ্রিয় ছিল। সংখ্যাগুলো ঈদের সপ্তাহখানেক আগে বের হত। দামও ছিল মোটামুটি সহনীয়। দেশের প্রায় সব প্রধান কবি, লেখকেদের লেখা থাকতো ওইসব সংখ্যায়। অন্তহীন অপেক্ষায় থাকতাম কখন বেরুবে স্মারকসংখ্যা। দু'টো কিনলেই মোটামুটি কয়েক মাসের পড়ার খোরাক জুটে যেতো। বারবার পড়তাম পছন্দের গল্প ও কবিতা। প্রবাসে বসে ঈদ সংখ্যা পড়ার সেই আনন্দ ফিরে পেতে খুব ইচ্ছে হয়।

কিছুদিন ধরে বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে দেখছি ঈদ ফ্যাশনের বিজ্ঞাপন। কাতারে বসেই কেনা যাচ্ছে দেশের হাল ফ্যাশনের রং বেরংয়ের ঈদের পাঞ্জাবী, শাড়ী, সেলোয়ার-কামিজ ইত্যাদি। সামাজিক মাধ্যমের এই ভালো দিকটার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। অবশ্য ফেসবুক না থাকলে এটা সম্ভব হত না।

এছাড়া অনেকে এখন থেকেই সামজিক মাধ্যমে গ্রুপ করে ঈদের দাওয়াতের আয়োজন করছেন। এখন টেলিফোন করে আর কেউ আসতে বলেলন না। আমিও পেয়েছি তেমন বেশ কয়েকটি ডিজিটাল নিমন্ত্রণ। কিছু নিমন্ত্রণ পড়ে গেছে একই দিনে, একই সময়ে। কোনটা ছেড়ে কোথায় যাবো ভেবে পাচ্ছি না। আমি জানি, আমার মতো আপনাদের অনেকেই এরকম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। তবে যেখানেই যান কিংবা থাকুন না কেন, প্রবাসীদের ঈদের দিনটি আনন্দ ও অনাবিল প্রশান্তিতে কানায় কানায় ভরে উঠুক, সেই প্রার্থনাই করছি।

লেখক : কাতরপ্রবাসী প্রকৌশলী, গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পী

কাতারপ্রবাসী সবাইকে ঈদুল ফিতরের
শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ

মোস্তফা কামাল
ম্যানেজার

আল-ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যারেজ এন্ড স্পেয়ার পার্টস
রোড : ১৩, গেট : ৩, সানাইয়া, কাতার
৪৪৬০১৮৭৯, ৫৫০০৬৮৪৪

কাতারে প্রথম ঈদের স্মৃতি

মাওলানা ইউসুফ নুর

পরিবারের সান্নিধ্য ছেড়ে দেশের বাইরে আমি প্রথমবারের মতো ঈদ উদযাপন করি ১৯৯৪ সালে, ভারতের আগ্রায়। আমি তখন ভারতের লাখনৌতে পড়াশোনা করি। ঈদুল আজহার দিন এক শিক্ষা সফরে আমরা আগ্রায় অবস্থান করছিলাম। আমরা ওই ঈদের দিন আগ্রায় একটি ঐতিহাসিক ঈদগাহে নামাজ আদায় করি। মা-বাবা থেকে দূরে থাকায় ঈদের দিন কিছুটা বিষন্নতা থাকরেও ইতিহাসের ছাত্র ও অনুরাগী পাঠক হিসেবে এমন ঈদগাহে নামাজ পড়তে পেরে কিছুটা আনন্দিত ছিলাম।

এর কয়েক বছর আমি চাকরির সুবাদে কাতারে চলে আসি। এখানে আসার পর প্রথম ঈদ উদযাপন করি ১৯৯৭ সালে। সেটি ছিল ঈদুল ফিতর। দাফনা এলাকায় স্থানীয় ঈদগাহে মিসরীয় খতিবের পেছনে সেদিন ঈদের নামাজ আদায় করেছিলাম।

আমার মনে আছে, ঈদের নামাজ শেষে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছিলাম। আমার মামা তখন কাতারে থাকতেন। দুপুরে আবু হামোর এলাকায় তাঁর বাসায় বেড়াতে গেলাম। পরে বিকেল-সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন মিলে কর্নিশে সাগরের তীরে আড্ডায় মেতে ওঠি, এভাবেই দিনটিকে আনন্দময় করে তোলার কিছুটা চেষ্টা ছিল সেসময়।

দেশে থাকাকালে আমি একটি ঈদ ছাড়া সব ঈদ বাসায় পরিবারের সঙ্গে উদযাপন করেছি। কাতারে আসার পর প্রথম ঈদে এবং এখনও সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছিলাম মায়ের উপস্থিতি। যদিও ১৯৯৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোনো ঈদ দেশে পালন করার সুযোগ হয়নি, কিন্তু আজ এত বছর পর এখনও ঈদের দিন সেই ফেলে আসা অতীতে কাটানো দেশীয় আমেজ ও আবহ মনে পড়ে খুব।

ইমাম ও খতিব হিসেবে কাতারের বিভিন্ন এলাকায় আমি ঈদের নামাজে ইমামতি ও খুতবা পাঠ করেছি। সর্বপ্রথম আমি আননাছরানিয়া এলাকায় দৌসারি গোত্রের মসজিদে ঈদের নামাজে খুতবা দিয়েছিলাম। নামাজের পর গোত্র প্রধানের মজলিসে আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেদিন।

আমার আজো মনে পড়ে, মজলিসে খেতে বসার সময় আরও অনেকে উপস্থিত থাকত। কিন্তু গোত্রের প্রধান মুরব্বি ব্যক্তি সবাইকে যখন উঠে হাত ধুয়ে আসার জন্য বলতেন, তখন আমার হাত ধুয়ে দেওয়ার জন্য পানির গামলা নিয়ে আসতে আদেশ করতেন। শুধু তিনি এবং আমি, আমরা দুজন নিজের জায়গায় বসে হাত ধুয়ে নিতাম, আর অন্যরা খাওয়ার আগে ও পরে উঠে নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে হাত ধুয়ে আসত। একজন আলেম হিসেবে আমার প্রতি তাঁর এই সম্মান আমাকে অভিভূত করত।

এরপর আমি শাহানিয়া এলাকায় দূরবর্তী স্থানে ঈদের নামাজ পড়িয়েছি। সেখানে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে আমি খুতবা পাঠ করতাম। দোহা থেকে বেশ দূরে একেবারে গ্রামাঞ্চলের ওই পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করত। কখনো কখনো আমার পরিবারও আমার সঙ্গে সেখানে যেত এবং তাদের বেশ ভালো লাগত। ঈদের নামাজের পর সেই মরুর গ্রামীণ পরিবেশে আমরা বেশ দীর্ঘ সময় কাটাতাম। এখন শহরে ঈদের নামাজে ইমামতির সুবাদে আর সেই সুযোগ হয়ে ওঠে না।

আমরা যারা মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করি, আমাদের সন্তান ও নতুন প্রজন্মের কাছে ঈদের দেশীয় আবহ ও সংস্কৃতি তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। যেহেতু এই দেশে আমরা কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস করি না, তাই কোনো একদিন আমাদের নিজেদের দেশেই ফিরে যেতে হয়। ফলে এখন থেকে যদি আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে ঈদের দেশীয় আমেজ ফুটিয়ে তুলতে না পারি, তবে তারা এ ব্যাপারে অপরিচিত এবং অজ্ঞই থেকে যাবে।

আমি এ ব্যাপারে বাংলাদেশি কমিউনিটির সব অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, কমিউনিটির পক্ষ থেকে কাতারে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের জন্য ঈদের দেশীয় আবহ ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া আজ সময়ের দাবি।

লেখক: নির্বাহী পরিচালক, আলনূর কালচারাল সেন্টার

ব্যস্ততায় কেটে ঈদের সারাদিন | ই এম আকাশ

আমি কাতারে আসি ২০১২ সালে। এখানে আসার পর প্রথম ঈদ ছিল ঈদুল ফিতর। প্রবাসজীবনের প্রথম সেই ঈদের বেদনাময় স্মৃতি আমি আজও ভুলিনি। সারাদিন মনে পড়ছিল পরিবারের সদস্যদের কথা এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগির সুখময় স্মৃতিগুলো।

বাংলাদেশে ঈদের আমেজ যতটা রঙিন এবং উৎসবমুখর, কাতারে আমাদের বেলায় ততই বিষাদময় ও বেদনার। পরিবার, স্বজন ও বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে এই বিদেশে ঈদের যে অনুভব, তা কেবলমাত্র প্রবাসীরাই বুঝেন। মুখের কথায় বা লিখে তা বুঝানো সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি।

যখন দেশে ছিলাম, বেশিরভাগ সময় ঢাকায় জাতীয় ঈদগাহে নামাজ আদায় করতে যেতাম। ঈদের নামাজ শেষে আমরা দল বেঁধে চাঁদপুরের উদ্দেশে রওয়ানা হতাম। সেটি ছিল এক অপূর্ব আনন্দঘন যাত্রা। এর ফলে রাজধানী ঢাকা এবং নিজের এলাকা- দু জায়গার ঈদের আবহ আমরা উপভোগ করতে পারতাম বেশ আনন্দে। ঈদের উৎসবমুখর আমেজে রাজধানী থেকে গ্রামের বাড়ি যাত্রার সেই দৃশ্যগুলো আজও আমাকে স্মৃতিকাতর করে তোলে।

২০১৫ সালে পবিত্র ঈদুল ফিতরের সময় দেশে ছিলম। এরপর আর ঈদে দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। কাতারে সাংবাদিক হিসেবে ঈদের দিন অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি ব্যস্ততায় কাটে আমার। খুব ভোরে সবার আগে ঈদের জামাতে হাজির হতে হয়। প্রথম কাতারে জায়গা নিতে হয়। প্রয়োজনীয় ফুটেজ সংগ্রহ করতে হয়।

এরপর ঈদের নামাজ শেষে বাসায় ফিরে এসে সংগ্রহ করা ফুটেজগুলো সম্পাদনা করে রিপোর্ট পাঠাতে হয় ঢাকায়। এতে বেশ অনেক সময় কেটে যায়। তখনও সেমাই-ফিরনি খাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না। নিউজ পাঠানোর পর একটু অবসর মিলে। তখন খেয়ে দেয়ে সবার সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করি।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দুপুর-বিকেলের পর বের হই বাসা থেকে। বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং প্রবাসী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করি। সন্ধ্যার পর সুযোগ হলে বিনোদনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাই। এভাবেই কেটে যায় ঈদের সারাদিন।

তবে যত ব্যস্ততা আর কাজের ভিড়ে কাটুক ঈদের দিন, সারাদিন মনে পড়ে মায়ের কথা, ভাই বোনদের কথা এবং বন্ধুবান্ধবের কথা। আমার বাবা কাতারে থাকেন বিধায় তাঁর সঙ্গে ঈদের দিন দেখা হয়। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করার যে আত্মিক সুখ ও আনন্দ, সেটির খুব অভাব বোধ করি এই দোহায়।

কাতারে আজ প্রায় চার লাখের বেশি বাংলাদেশির বসবাস। তবে এখনও বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্যোগে সবাইকে নিয়ে ঈদ উৎসব উদযাপনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এখানে। বরং কাতার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যেসব কমিউনিটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে, এর বাইরে কমিউনিটির সাধারণ মানুষের জন্য তেমন কোনো আয়োজন নেই।

আমি আশা করবো, বাংলাদেশ দূতাবাস এবং বাংলাদেশ কমিউনিটি মিলে কাতারে সব বাংলাদেশির জন্য ঈদের আনন্দ উদযাপনের আয়োজন করবেন। এ লক্ষ্যে ঈদ আনন্দ মেলা বা ঈদ উৎসবের আয়োজন করা যেতে পারে। এতে এই কমিউনিটির সবার মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে। পাশাপাশি একই সময়ে একই জায়গায় অনেকের সঙ্গে দেখা ও ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ হবে।

কাতার প্রতিনিধি, আরটিভি

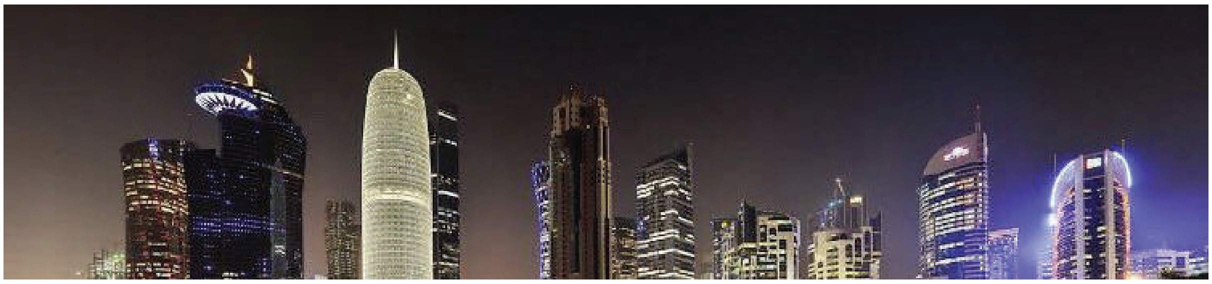

কাতারে আসার পর প্রথম ঈদে বাবা ৩০০ রিয়াল সালামি দিয়েছিলেন

আবু হানিফ রানা

কাতারে আসার পর আমার প্রথম ঈদটি ছিল ঈদুল আজহা। আর ঈদুল ফিতর প্রথম উদযাপন করি ২০১১ সালে। সেবছর ঈদুল ফিতরের দিন কাতারের তাপমাত্রা অনেক বেশি গরম ছিল। ফলে ঈদের দিনটি উদযাপনে বাইরে ঘোরাঘুরি মোটেও সম্ভব ছিল না। তাই ঈদের নামাজ শেষে বাসায় ফিরে দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে পার করে দিই।

এরপর বিকেলে বাবার সাথে ন্যাশনাল এলাকায় ঘুরতে গেলাম। দোহা এবং দূরের জায়গাগুলো থেকে হাজারো বাংলাদেশির জমায়েতে মুখর ছিল পুরো ন্যাশনাল এলাকা। চারপাশে এত বাংলাদেশি দেখেও অবশ্য আমার ভালো লাগেনি। সেদিন বাবা আমাকে তিনশ রিয়াল ঈদের সালামি দিয়েছিলেন, এতে কিছুটা হলেও মনে ভালো লাগার আবেশ জেগে উঠেছিল।

ঈদের দিন সকাল থেকে বাংলাদেশের কথা মনে পড়ছিল, ফলে সারাটা দিন বিষন্ন হয়ে ছিলাম। দেশে থাকাকালে ঈদের দিন সকাল থেকে দিনভর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘোরাঘুরি ও রাতভর আড্ডার যে প্রাণবন্ত স্মৃতি, সেসব মনে করে বারবার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল সেদিন।

এরপর কাতারে আরও অনেক ঈদ কেটে গেল, এখনও ঈদের দিনটুকু কেটে যায় নিরানন্দে। গত আট বছর ধরে বাংলাদেশে কোনো ঈদ উদযাপনের সুযোগ হয়নি আমার। তবুও দেশীয় আবহে আনন্দমুখর পরিবেশে কাটানো ঈদের দিনগুলো আজো স্মৃতির ক্যানভাসে জ্বলজ্বল করে।

কাতারে ঈদের আবহের সঙ্গে আমাদের দেশীয় আবহের অনেক পার্থক্য। এখানকার লোকেরা ঈদের দিন খুব ভোরে ঈদের নামাজ শেষে বিকেল পর্যন্ত বাসায় সময় কাটিয়ে দেয়। বাইরে প্রচন্ড গরম আবহাওয়া বিরাজ করে বলে ঘুমে কেটে যায় ঈদের সারাবেলা। ফলে সন্ধ্যার পরই কেবল দোহা এবং অন্যান্য শহরগুলোতে ঈদের কিছুটা আমেজের দেখা মেলে।

ঈদের দিন আমার বেশিরভাগ সময় কেটে যায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে। যেহেতু সাধারণত আমাদের ঈদের পরদিন বাংলাদেশে ঈদ হয়ে থাকে, তাই আমাদের ঈদ কেমন কাটল, সেই অনুভূতি শোনানোর চেয়ে তাদের ঈদের প্রস্তুতির কথা শুনে আমরা বেশি আনন্দিত হই। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এখন ঈদের পুরোটা দিন আমরা দূর থেকে হলেও পরিবারের আবহ অনুভবের সুযোগ পাচ্ছি, এটুকুও বা কম কীসের।

ঈদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন আমরা দূরে কোথাও ঘুরতে যাই। দোহার চিরচেনা পরিবেশ ছেড়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বা সাগরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করি খানিক সময়ের জন্য। সবাই মিলে গল্পগুজব বা খাওয়া দাওয়ার মধ্যে খুজে ফিরি ঈদের আনন্দ।

কাতার প্রতিনিধি, যমুনা টেলিভিশন

ঘুম আর ঘোরাঘুরিতে কেটে যায় প্রবাসীদের ঈদ

আমিনুল ইসলাম

২০১৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, এদিন জীবিকার তাগিদে দেশ ও পরিবার ছেড়ে কাতারে চলে আসি আমি। সেই থেকে আজ অবধি কাতারে বাস করছি। দু বছরের বেশি সময় ধরে এই প্রবাসেই কেটে গেল প্রায় কয়েকটি ঈদ।

কাতারে আসার পর প্রথম ঈদে আমার বেশি মনে পড়েছিল বন্ধুদের কথা। ঈদের আগের রাত থেকে শুরু করে ঈদের সারাদিন, বিশেষ করে বিকেল বেলায় বন্ধুদের সাথে মিলে যে আনন্দমুখর সময় কাটাতাম, আজও সেইসব মুহূর্ত মনে পড়ে।

কাতারে প্রথম ঈদের দিন সকালে নামাজ পড়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। এরপর বিকেলে কর্নিশে ঘুরতে গেলাম, তখন কিছুটা ভালো লাগলো। দিনের ফাঁকে ফাঁকে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে ফোনে কথা বললাম। এভাবে কোনোরকম কেটে গেল ঈদের দিনটি। শুধু আমি নয়, বরং কাতারসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে প্রবাসীদের ঈদ এভাবেই কেটে যায় ঘুম আর ঘোরাঘুরিতে।

কাতারে এবং বাংলাদেশে ঈদের আনন্দ উদযাপনে প্রথম পার্থক্য হলো স্বাধীনতা। দেশে স্বাধীনভাবে ঈদের দিন যা খুশি করা যায়, যেখানে খুশি যাওয়া যায়। কিন্তু এ দেশে কিছু নিয়মনীতির ভেতর চলতে হয়। চাইলেই সব কিছু করা যায় না। ফলে ঈদের আনন্দ উদযাপনের যে স্বাধীনতা, সেটি বাংলাদেশে যেমন সবার জন্য অবারিত, কাতারে তেমন নয়।

আমি মনে করি, ঈদে প্রবাসীদের সবচেয়ে আপন হচ্ছে মোবাইল ফোন। এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা দেশে থাকা বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলি, শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করি। এই মোবাইল ফোনে আমরা দীর্ঘ সময় ব্যয় করে অনেকের সঙ্গে কথা বলি এবং এর মধ্যেই একটু আনন্দ খুঁজে ফিরি।

ঈদ আমাদের জন্য আনন্দের বার্তা বয়ে আনে। কিন্তু প্রবাসীদের জন্য তা পরিবার ও স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে থাকার বেদনা মনে করিয়ে দেয়। তবুও পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে আমরা সব কষ্ট মেনে নিয়ে সাধ্যমতো ভাগাভাগি করে নিই ঈদের আনন্দ বেদনা। সবাইকে ঈদ মুবারক।

কাতার প্রতিনিধি, ডিবিসি নিউজ

عيد مبارك

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
কাতারপ্রবাসী ও বিশ্বময় ছড়িয়ে
থাকা সব প্রবাসীকে
ঈদের শুভেচ্ছা

জামালউদ্দীন আহমদ তফাদার

প্রধান উপদেষ্টা, কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন কাতার
পার্টনার ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, রাহিয়া ট্রেডিং এন্ড কন্ট্রাক্টিং

কাতারে আমার প্রথম ঈদের বেদনাময় স্মৃতি

আফজল আহমদ

২০১৫ সাল। মাত্র কয়েক মাস আগে আমি কাতারে এসেছি। চেনাজানা কিংবা বন্ধুবান্ধব, কেউ নেই এখানে আমার। সময়ের ধারাবাহিকতায় চলে এল পবিত্র রমজান। রমজানের মাস পেরিয়ে সবার দুয়ারে খুশির বার্তা নিয়ে হাজির হলো ঈদুল ফিতর।

ঈদের দিন কী করবো, কীভাবে কাটবো- কিছুই জানা নেই তখন। যথারীতি ঈদের দিন ভোর হলো। ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হলো দোহায়। আমি পাশের মসজিদে ঈদের জামাতে অংশ নিলাম। নামাজ শেষে একা একা রুমে ফিরে এলাম। নিজেকে তখন খুব অসহায় ও দুঃখী মনে হচ্ছিল। ঈদের নামাজ হলো, অথচ কারও সাথে কোলাকুলি হলো না, সালাম-সালামি হলো না, আমি কোনোভাবেই এটা মেনে নিতে পারছিলাম না।

সেদিন আমি যেভাবে কেঁদেছিলাম, এই জীবনে আর কোনোদিন সেভাবে কাঁদিনি। ঘন্টা দুয়েক মন খারাপ হয়ে ছিল, অঝোরে কেঁদেছিলাম পুরো সময়। এর কিছুক্ষণ পর দোকানে চলে আসি। আমি তখন একটি মোবাইলের দোকানে চাকরি করি।

দোকানে আসার পর অবশ্য মন ভালো হতে শুরু করে। আশপাশের লোকজনের সঙ্গে কুশল বিনিময় হলো। ক্রেতারা আসতে শুরু করলো। কাজের ব্যস্ততায় ভুলে গেলাম ঈদে একাকিত্বের অসহনীয় বেদনা। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। দোকান বন্ধ করে রুমে ফিরে এলাম।

রাতে বাড়িতে ফোন করি। বাবা-মায়ের সাথে কথা বলি। তারা জানতে চাইলেন, কেমন কেটেছে আমার ঈদ। আমি আমার বিষণ্ণতা লুকিয়ে তাদের বললাম, ভালোই কেটেছে, তবে তোমাদের খুব বেশি মিস করেছি। দেশে তখন কেবলমাত্র ঈদের আয়োজন শুরু। পরদিন সেখানে ঈদ। আমি দূর থেকে অনুভব করছিলাম, কী আনন্দেই না আছে আমার পরিবারের সবাই, অথচ আমি নিঃসঙ্গ পড়ে আছি এই দূরদেশে।

যখন দেশে ছিলাম, ঈদের দিন ভোরে উঠে হৈ হুল্লোড় করে পুকুরে গোসল করতে যেতাম। এরপর প্রতিযোগিতা করে ঈদের নতুন জামা-কাপড় পড়ে তৈরি হতাম। মা-বাবা ও মুরব্বিদের সালাম করে ঈদের সালামি পেতাম। সবার সঙ্গে একসাথে ঈদের জামাতে যেতাম। আহা! কী আনন্দময় ছিল সেসময়ের ঈদগুলো। আজ ভাবতেই বুকে হাহাকার বেজে ওঠে।

দেশে থাকাকালে ঈদের আনন্দের অন্যতম অংশ ছিল আমার বন্ধুরা। বন্ধুবান্ধব মিলে আমরা ঘুরে বেড়াতাম। এর মধ্যেই ঈদের প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পেতাম। সবাই মিলে ঘোরাফেরা এবং খাওয়াদাওয়ার মধ্যে কখন যে ঈদের দিন শেষ হয়ে যেত, টেরই পেতাম না। আজ এই প্রবাসে বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো ঈদের মুহূর্তগুলো অনেক বেশি মনে পড়ে।

গত বছর ঈদুল আজহার সময় আমি দেশে ছিলাম। ফলে পরিবারের সবার সঙ্গে ঈদ উদযাপনের যে অপূর্ব আনন্দ, তা উপভোগ করতে পেরেছি। আবার কবে এমন আনন্দ ও উৎসবের পরিবেশে দেশে সবার সঙ্গে ঈদুল ফিতর উদযাপন করতে পারবো, তা কে জানে!

প্রতি ঈদের আগে মনে ইচ্ছা জাগে, এবার দেশে যাবো এবং সবার সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করবো, কিন্তু পরে তা আর হয়ে ওঠে না। আমার ভাগ্যটাই এমন যে, কাতারে কোনো ঈদ আমি উন্মুক্ত পরিবেশে অবসরে উদযাপন করতে পারিনি। বরং আমার প্রতিটি ঈদ কেটেছে কর্মক্ষেত্রে।

কর্মব্যস্ততায় এই প্রবাসে কেটে যাচ্ছে আমার তারুণ্যের ঈদগুলো। জীবন ও জীবিকার তাগিদে সব আনন্দ বিসর্জন দিয়ে ঈদের দিনটিও কেটে যায় কর্মক্ষেত্রে। ঈদের দিন কাজের ভেতর ডুবে ভুলে থাকতে চাই দেশে ফেলে আসা ঈদের রঙিন স্মৃতিময় দিনগুলো। নিজেকে সান্ত্বনা দিই, আমার এই শ্রমে আজ হাসি ফুটছে মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের মুখে, এমন সৌভাগ্য কজনের কপালে জোটে।

সবাইকে ঈদ মুবারক। ভালো কাটুক সবার ঈদের দিনগুলো।

ফ্রেজার সুইটস হোটেল, দোহা, কাতার

প্রবাসের ঈদ মানে চোখের জল

মোঃ হাসান বখস

ঈদ মানে সুখ, ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে অনাবিল ভালোবাসা। কিন্তু প্রবাসীদের জন্য ঈদের আরেক নাম বেদনা। তাঁদের কাছে ঈদ মানে যন্ত্রণা, প্রিয়জনদের বিরহে চোখের জল ফেলা। ঈদ মানে ভেতরে শত কষ্ট নিয়েও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলা, 'হ্যাঁ, আমি ভাল আছি।'

ঈদের আনন্দ সত্যিই অন্যরকম। পরিবারের সবার সঙ্গে ঈদ করার মজাই আলাদা। কিন্তু সেই সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রবাসী শ্রমিকরা। দেশের ঈদ আর প্রবাসের ঈদ–বিপরীতমুখী দুটো ব্যাপার। দেশের ঈদ হচ্ছে আনন্দ ভাগাভাগির, আর প্রবাসের ঈদ হচ্ছে একদিন ছুটি আর অ্যালার্মবিহীন ঘুম। দেশের ঈদ-আনন্দ প্রবাসীরা কী রকম মিস করে তা দেশের মানুষ কোনোভাবেই অনুভব করতে পারবে না, করতে চায়ও না।

ঈদের দিন খুব মনে পড়ে সেই সব সময়ের কথা, যা জীবনে আর কখনো ফিরে আসবে না। গ্রামের ঈদ-আনন্দ–ফজরের নামাজের পর সেমাই খাওয়া, এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো–কী অনাবিল এক আনন্দের ব্যাপার!

বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সবাইকে ছাড়া বাড়ির বাইরে আমার প্রথম ঈদ ছিল কুরবানির ঈদ।

প্রবাসজীবনের প্রথম সেই ঈদে তাই বিগত ঈদগুলোর হাজারও স্মৃতি মনের ভেতর লুকোচুরি খেলেছিল। এখানকার প্রতিটা ঈদে প্রচণ্ড মিস করি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ পরিবারের সবাইকে।

প্রবাসের ঈদ অন্যান্য দিনের চেয়ে খুব একটা আলাদা কিছু নয়। কর্মব্যস্ত অন্যান্য দিনের মতোই এর সূচনা হয়। ভোর চারটায় গোসলের পর সালাতুল ফজরের নামাজ ও ঈদের নামাজের প্রস্তুতি। আর নামাজের পরপরই শুরু হয় প্রবাসজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ ঘুম। দুপুর গড়িয়ে বিকাল পর্যন্ত একটানা ঘুম চলে। অবশ্য অনেকে ঘুমের রাজ্যে পাড়ি না দিয়ে ছুটে যান কোনো নেটক্যাফেতে–অনেক দূরে থাকা আপনজনের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য। ক্যাফেতে বসে আলাপ শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না। আপন মনে লুকানো দুঃখ-কষ্ট কাউকে বুঝতে না দিয়ে মা-বাবাসহ আপন মানুষজনের সঙ্গে ঈদের আনন্দ শেয়ার করে যান হাজারও প্রবাসী। কারণ, প্রবাসীর কষ্ট প্রবাসী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

গরমের কারণে ঈদের দিন অনেকেই বাসা থেকে বের হন না। সারাদিন ঘুমিয়ে বিকেলে যখন আবহাওয়া একটু ঠান্ডা হয়, সবাই ছুটে যান বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। আড্ডা চলতে থাকে মধ্য রাত পর্যন্ত।

লাখো বাঙালি আজ বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রবাসে জীবন যাপন করছেন। দেশের জন্য মূল্যবান রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করছেন। বছর ঘুরে তাঁদের জীবনেও ঈদ আসে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-বন্ধু সবাইকে ছেড়ে প্রবাসে একলা ঈদের দিনটি কীভাবে কাটে তাঁদের? দেশে যারা আছি, আমরা কি কখনও সে খোঁজ রাখি একটু মনোযোগ দিয়ে?

কপালের লিখন বলি আর যাই বলি, সময়ের প্রবাহে আমিও আজ নিজেকে আবিষ্কার করি প্রবাসী হিসেবে। বাবা-মা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব সর্বোপরি নিজের প্রানপ্রিয় জন্মভূমি থেকে হাজার মাইল দূরে থাকা লাখো বাঙালির আজ আমিও একজন।

খুব ভোরে (ফজরের নামাজের আধঘন্টা পর) এখানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজের পর বাঙালিরা নিজেরা সামান্য মিষ্টি বা ঝাল কিছু তৈরি করে। কেউ আবার সেটাও করে না, করতে পারে না। ঈদের সেমাইটা তাকে বাঙালি রেষ্টুরেন্টে গিয়ে কিনে খেতে হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর কেউ হয়তো দেশে ফোন করে কথা বলে প্রিয়জনদের সঙ্গে, কেউ-বা নিভৃতে বসে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে, কেউ হয়তো ঢুকরে কেঁদে ওঠে। অনেক সময় একজনের কান্না সংক্রমিত হতে দেখা যায় পাশের রুমের আরেক জনের ভেতরও। কী নিদারুণ কষ্টের একটা দিন! কে বলবে এটা ঈদের দিন? এমন দিন যেন চরম শত্রুর জন্যও কখনো না আসে–এই আশাটাই সবাই করে এ দিনে। দেশে কাটানো ঈদগুলো তখন একেকটা সোনালি মুহূর্ত হয়ে চোখের সামনে ভাসে।

তারপরও জীবন থেমে থাকে না। ঈদ আসে, ঈদ যায়। কাজের টানে, অর্থের প্রয়োজনে যারা দেশ ছেড়ে ভিনদেশে পাড়ি জমান কেবল তাঁরাই জানেন দেশ কী? দেশের প্রতি ভালোবাসা কেমন? শুধু পরিবারের সুখের জন্য বছরের পর বছর তাঁরা কাটিয়ে দেন পরদেশে। বাবা-মা, ভাই-বোনকে সুন্দর একটা ঈদ উপহার দেওয়ার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যান। ঈদের ছুটি কী, তা বেশির ভাগ খেটে খাওয়া প্রবাসী জানেনই না। তারপরও ঈদের দিন হৃদয়ে কষ্ট হৃদয়ে লুকিয়ে মুখে হাসি টেনে পরিবারের সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান।

আমরা যারা প্রবাসে থাকি, তারা বুঝি প্রিয়জন পাশে থাকা কী, প্রিয় মাতৃভূমি কী! তাই কামনা করি, যারা দেশে আছেন তাঁরা যেন কাছের মানুষগুলোকে ভালোবেসে আঁকড়ে রাখেন। তাহলেই আমাদের দূরপ্রবাসের ঈদ সার্থক হবে।

‘প্রতিটি প্রাণে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক, প্রতিটি মানব জেগে উঠুক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে, প্রতিটি হৃদয় জ্বলে উঠুক ত্যাগের মহিমায়। শুধু ঈদের দিনই নয় এ বন্ধন, এ ত্যাগের শিক্ষা জাগরুক থাকুক বছরের প্রতিটা দিন আর তা শুরু হোক এই ঈদ দিয়েই।’

সকল প্রবাসীর পক্ষ থেকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ঈদ মুবারক।

কাতারপ্রবাসী সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী

ভুলে গেছি ঈদের আনন্দ

প্রিন্স মাহমুদ

২০০৯ সালের আগস্ট মাসের ১০ তারিখ প্রথম বারের মতো আমি বিদেশের মাটিতে (কাতার) পা রাখি। বয়সের কাঁটা তখন ২০ ছুঁইছুঁই। এখানে আসার কিছুদিন পরেই শুরু হয় মাহে রমজান। থাকি মরুভূমির ক্যাম্পে। কাজও করি মরুভূমির পাশে। তীব্র গরমে রোজা রাখা প্রচণ্ড কষ্টদায়ক। একদিন তো গরমের কারণে অগত্যা একটা রোজা ভেঙে ফেলতে বাধ্য হই।

অনেক কষ্টে রমজান কাটালাম। রমজান শেষে এল ঈদ। সারা মাস মাথার ওপর গনগনে সূর্য নিয়ে রোজা রেখে কাজ করলাম, কিন্তু মাস শেষে কোনো বেতন পেলাম না। কোম্পানি বকেয়া রেখে দিল। কষ্ট লাগল খুব, কিন্তু কিছুই করার নেই। এ দিকে পকেটেও টাকা নেই। ঈদের দিনটায় ভালোমন্দ কিছু একটা যে খাব, সেই পয়সাটাও নেই।

ঈদের আগের দিন মসজিদে ইফতার করতে গেলাম। স্থানীয় এক কাতারি ইফতারকারী সবাইকে ২০ রিয়াল করে বখশিশ দিচ্ছিল। টাকাটা নিতে আমার আত্মমর্যাদায় ধরল, আমি নিতে চাইলাম না। কাতারি লোকটা এবার ৫০ রিয়ালের একটা নোট হাতে গুঁজে দিল জোর করে। তারপরও ইতস্তত করছিলাম। সঙ্গী সবাই বলল নিয়ে নিতে। নইলে লোকটা কষ্ট পাবে। তাদের কথায় টাকাটা পকেটে ঢুকালাম। কাতারি লোকটা খুশি হয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

ইফতার করে ক্যাম্পে ফেরার সময় এই টাকা দিয়ে সেমাই, দুধ, চিনি আর মাংস কিনে নিয়ে যাই। পুরোদিনের পরিশ্রমের কারণে প্রতিদিনকার মতোই ক্লান্ত ছিলাম। ক্যাম্পে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত তিনটার সময় সঙ্গী অন্যান্য প্রবাসীরা ডেকে তুলল। এত আগে কেন জাগাল জানতে চাইলে তারা বলল, ঈদের জামাতের প্রস্তুতি নিতে হবে। ফজর নামাজের খানিক পরেই এ দেশে ঈদের জামাত দাঁড়িয়ে যায়। আমাদের ক্যাম্প থেকে যেখানে ঈদের নামাজ পড়া হয় সেখানকার দূরত্ব ১৭ কিলোমিটার। তাই ফজরের একটু আগেভাগেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

কাতারের দুখান নামক স্থানে আমরা ঈদের নামাজ আদায় করে আবার ক্যাম্পে ফিরে এলাম। রুমে ঢুকতেই চোখের পানিকে আর বাঁধ মানাতে পারলাম না। বাবা-মা ছাড়া জীবনে এই প্রথম ঈদ করছি। এই প্রথম মাকে সালাম না করে, মায়ের হাতের সেমাই না খেয়ে নতুন কাপড় ছাড়াই ঈদের নামাজ পড়েছি। মনের কোণে অতীতের ঈদের স্মৃতিগুলো এসে ভিড় জমাতে লাগল। সেই সঙ্গে গণ্ডদেশ ভিজিয়ে অবিরাম ঝরছে চোখের লোনাজল।

খানিকপর মাকে কল করে ঈদের কথা বলতেই মা কেঁদে উঠলেন হাউমাউ করে। মায়ের কান্নার শব্দ শুনে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। আমিও এবার সশব্দে কেঁদে ফেলি।

রুমের সবাই রান্না করে খেতে দিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবার সঙ্গে বসে কিছু খেলাম। তারপর আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। নিজেকে এবার প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করলাম–যে দিনগুলো গেছে, সে তো গেছেই। আর তো ফিরে আসবে না। তাই অতীতের চিন্তা বাদ দিয়ে বর্তমান বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই বাঁচতে হবে। নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

এভাবেই কেটে যায় প্রবাসজীবনের প্রথম ঈদ। সেই থেকে যে শুরু হয়েছিল জীবনের এক নতুন সংগ্রাম, তা আজও চলছে। চলতেই আছে। আজ নয় বছর যাবত কাতারেই ঈদ করি। এই নয় বছরে একবার মাত্র দেশে গিয়েছিলাম, কিন্তু নানা প্রতিকূলতা আর পরিস্থিতির শিকার হয়ে দেশে আর ঈদ করা হয়ে ওঠেনি।

নয় বছরে কত ঈদ এল-গেল কিন্তু প্রকৃতভাবে ঈদের আনন্দ আর ভালোলাগাটা কখনোই পাইনি এই প্রবাসজীবনে। এখন তো ঈদের আনন্দটাই ভুলে গেছি। নয় বছরে একবারও ঈদ উপলক্ষে নিজের জন্য কিছু কিনিনি। তবে পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখি ঠিকঠাক। কে কী কিনল, কার কী লাগবে, ঈদের জন্য বাড়িতে কত টাকা পাঠাতে হবে, ঈদ আসার আগে আগেই এসব জেনে প্রয়োজনমতো টাকা পাঠাই। পরিবারের সবার মুখে হাসি ফোটাতে অদ্ভুত এক আনন্দ আছে। এই আনন্দের কারণে নিজের কথা খেয়ালই থাকে না খুব একটা। প্রবাসীদের তো এরকমই হতে হয়–নিজের কথা ভাবার আগে পরিবারের সবার কথা ভাববেন।

কাতার

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও
বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা
হাজী বাশার সরকার
সভাপতি
মোবাইল: ৫৫৫৯ ৭৯২৮
সিরাজুল ইসলাম শাহীন
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল: ৫৫৩৩ ৪০৮৫
কাতার জাতীয় পার্টি

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও
বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা
মানিক হোসেন
সভাপতি
জি এম ওমর শরীফ
সাধারণ সম্পাদক
ই এম আকাশ
সাংগঠনিক সম্পাদক
চাঁদপুর সমিতি, কাতার

আনন্দ-নিরানন্দের প্রবাস-ঈদ

আবু তাহের মিয়াজী

ঈদের দিন মানে খুশির দিন। কিন্তু এ খুশি প্রবাসীদের কি কোনো আনন্দ দিতে পারে? পারে না। ঈদ আসে, ঈদ যায়, প্রবাসীদের কষ্ট এতটুকুও কমে না। ঈদের আনন্দ অন্য যেকোনো আনন্দের চেয়ে একটু ভিন্নতর, এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কোথায় সেই ভিন্নতা?

আসলে দেশের ঈদের মজাটাই আলাদা। সেই ছোট্ট বেলার কথাই বলি। রমজান আসবে আসবে বলে ক্যালেন্ডারের পাতা শেষ হতে চাইত না। শেষ রমজানের পরের দিনই তো আনন্দের ঈদ। নতুন জামা-কাপড় না হলে কি আর চলে? ঝকঝকে পায়জামা-পাঞ্জাবি আর টুপি না হলে কি আর ঈদ হয়? ঈদ-উৎসবের সঙ্গে নতুন জামা-কাপড়ের সম্পর্কটা যেন অবিচ্ছেদ্য–একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ফজরের আজানের পর দল বেঁধে ছোটাছুটি, দল বেঁধে পুকুরে গোসল শেষ করে সামান্য মিষ্টিমুখ করে নতুন জামা পরে ঈদগাহে যাওয়া। এই দিনটির জন্যই অপেক্ষা দীর্ঘদিনের। মনের ব্যালকনিতে আনন্দের আমেজ লেগে থাকত সারাক্ষণ! কী চমৎকার ছিল সে দিনগুলো!

অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়ে যেই শেষ রমজান চলে আসত, সন্ধ্যায় বন্ধুরা মিলে গাছের পাতার ফাঁকে আকাশে বাঁকা চাঁদ খুঁজে বের করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতাম। কাস্তের মতো বাঁকা নতুন চাঁদ দেখা সে কী আনন্দের ব্যাপার ছিল! চাঁদ দেখামাত্র সবাইকে জানিয়ে দিতাম–কাল ঈদ। তারপর রাত জেগে হাতে মেহেদী লাগিয়ে চলত হৈ-চৈ! বড়দের বকুনি খেয়েও সে রাতে ঘুমোতে যেতে চাইতাম না। কিন্তু রাত একটু গভীর হলেই ঢুলুঢুলু চোখে কখন যে বিছানায় এলিয়ে পড়তাম, বলতে পারতাম না।

'রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ'–এই গানটাই যেন ঈদের আগমনী বার্তাকে সুনিশ্চিত করে চাঁদরাতে। কাজী নজরুলের সুবিন্যস্ত এই গানটি সেই ছোট্ট বেলা থেকেই রেডিওতে শুনে আসছি। চাঁদরাতে কান পেতে বসে থাকতাম–কখন এই মোহনীয় সুরটি বেজে উঠবে রেডিওতে। গানটি রেডিওতে প্রচার করা মানে–কাল ঈদ নিশ্চিত! নিজ চোখে চাঁদ দেখেও যেন আমরা নিশ্চিত হতে পারতাম না। কাজী নজরুলের গান শুনে নিশ্চিত হতে হতো।

ঈদ নিয়ে এ রকম স্মৃতি প্রতিটা বাঙালির জীবনেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। প্রবাসে এসে সেই দিনটি আর ফিরে পাইনি। অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে দিনবদলের লক্ষ্যে সংসারে দুঃখের পরিবর্তে সুখ ফিরিয়ে আনতে ২০০০ সালের ২২ মে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রবাসে পাড়ি জমিয়েছিলাম। এসেছিলাম কাতার।

২০০১ সালে প্রথম ঈদ আসে প্রবাসজীবনে। সে দিনের কথা আজও পনে পড়ে। মনে পড়ে চাঁদরাতেও টানা ৪৮ ঘন্টা ডিউটি শেষে ফজরের খানিক আগে বাসায় ফিরেছিলাম। ক্লান্ত শরীর নিয়ে গোসল সেরে ঈদের নামাজে যাওয়ার প্রস্তুতি। এমন সময় ৪৮ ঘন্টার অমানবিক ডিউটি করা ক্লান্ত শরীরের পা যেন আর চলতে চায় না। তবুও জোর করে মনোবল নিয়ে চলে গেলাম বাসে চেপে সানাইয়া আল-আতিয়া বড় মসজিদে ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়তে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মতো কাতারেও পূবাকাশে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় ঈদের নামাজের জামাত।

নামাজ শেষে তাকিয়ে যখন প্রিয় বাবা, বন্ধুবান্ধব, আদরের ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশী কাউকে দেখতে পেলাম না, মনটা হু হু করে উঠল কান্নায়। কোথায় আমার আপনজনেরা? চারিদিকে ধূ ধূ মরুভূমি, যেন বেদনার বালুচর। অসীম এক নিঃসঙ্গতা আমাকে খুবলে ধরল।

নামাজ শেষে রুমে ফিরে যে টেলিফোন, স্কাইপি, ভাইবার, ইমো কিংবা ম্যাসেঞ্জারে প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলব, তখন সে সুযোগও ছিল না। দেশের লোকজন টেলিফোন কী জিনিস, সেটাই চিনত না ভালো করে। চিঠিপত্রের যুগ ছিল। এটাই তখন যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ ও সুলভ মাধ্যম। কিন্তু চিঠিপত্র আদান-প্রদানে সময় লাগত আট-দশদিন। সে সময় আমাদের কোম্পানিতে প্রায় পাঁচশ প্রবাসী ছিল, তাদের মধ্য মাত্র একজনের মোবাইল ছিল। তখন দেশে এক মিনিট কথা বললে সাড়ে চার রিয়াল গুণতে হতো। দেশেও এখনকার মতো জনে জনে মোবাইল ছিল না। বাজারে কল করে আগের দিন বলে রাখলে পরের দিন বাজারে মা-বাবা আসতেন। তখন পাঁচ-সাত মিনিট কথা বলা হতো।

যাই হোক, ঈদের নামাজ শেষে ক্লান্ত শরীর যখন বিছানায় এলিয়ে ঘুমোনোর প্রস্তুতি নিলাম, তখন পরিবার-পরিজন, মমতাময়ী মা, প্রিয় বাবা, আদরের ভাই-বোন আর পাড়া-প্রতিবেশীর কথা মনে পড়ল প্রচণ্ড। মনে পড়ল তাদের সঙ্গে জড়ানো নানা স্মৃতি। কষ্টের তীব্রতা আরও বেড়ে গেল। বুকফাটা কষ্ট আর যন্ত্রণাটাকে বুকে চেপে বিছানায় গিয়ে চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়ে একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। যেন কষ্টের ভারটা একটু কমে। তাতেও কাজ হয়নি। কষ্টরা বরং আরও আক্রমণাত্মকভাবে এসে আমাকে ঝেঁকে ধরল। কাঁদছিলাম রুমে ঢোকার পর থেকেই। এবার শব্দ করে ফোঁপাতে লাগলাম। এভাবেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। বিকেলে আরও ক'জন প্রবাসী বন্ধু এসে টেনে তুলল বিছানা থেকে। তাদের পীড়াপীড়িতে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। তারপর সবাই মিলে একটু ঘোরাঘুরির জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আল-আতিয়া মার্কেটের অলিগলিতে হাঁটতে হাঁটতেই দিন ফুরিয়ে গেল। আর এর মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটল প্রবাসজীবনে আমার প্রথম ঈদের দিনটির।

প্রবাসে এখন ঈদের দিনে নামাজ শেষে টেলিফোনে অথবা স্কাইপিতে, ভাইবারে, ইমোতে বা ম্যাসেঞ্জারে প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলি। চিঠির যুগ সেই কবে ফুরিয়েছে। কথা বলার সময় মনে কষ্টরা এসে এখনও খুব ভীড় জমায় আর এই কষ্ট সইতে না পেরে নিজের অজান্তেই দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে বিরহের লোনাজল।

সবারই চাহিদা থাকে, নিজের আদরের সন্তানকে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিয়ে নিজ হাতে ধরে ঈদগাহে নিয়ে যেতে, আনন্দের এই দিনে বুকে জড়িয়ে আদর দিতে, ঈদগাহে যাওয়ার সময় মা-বাবাকে সালাম দিয়ে দোআ নিয়ে হাসি-খুশি মনে বাড়ি থেকে বেরোতে, নামাজ শেষে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোলাকুলি করে হাসি-আনন্দে মেতে উঠতে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট বেলার বন্ধুরা গাঁয়ে ঈদ করতে আসে, তাদের সঙ্গে মনোমুগ্ধকর আড্ডায় হারিয়ে যেতে।

আমরা সবাই জানি, আনন্দটা তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন তা পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। আমরা যারা প্রবাসে থাকি, ঈদ তাদের জন্য এক ভিন্ন অনুভূতি নিয়ে আসে। কারণ, প্রবাসে আমরা অনেকেই পরিবার-পরিজন, প্রিয়তম স্ত্রী, মমতাময়ী মা, প্রিয় বাবা, স্নেহের সন্তান, আদরের ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপড়শি ছাড়া ঈদের দিনটি অতিবাহিত করি। আর তাই ঈদের দিনটা এখানে আনন্দ-বেদনার মিশেলে যাপিত একটা দিন। প্রবাসীদের মনটা থাকে দেশে আর দেহটা প্রবাসে। বিশেষ করে আমরা প্রবাসীরা পরিবারবিহীন একাকী থাকতে হয়। আর জীবনসংগ্রামের এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই আমাদের ঈদ উদযাপন করতে হয়। অবশ্যি প্রবাসেও কিছু বাংলাদেশি আছেন যারা এখানে ব্যবসায়িক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিবার নিয়ে সুখে-শান্তিতে আছেন, তবে তাঁদের সংখ্যা সামান্য। তাঁরাও বলে থাকেন, 'দেশের মতো ঈদের আনন্দ এখানে নেই।'

আমরা আনন্দ না পেলেও আনন্দ তো আর থেমে থাকে না। আমাদের ঈদ যেমনই কাটুক, আমাদের পরিবারকে দেখ-ভালের পাশাপাশি পাড়াপড়শি অসহায়-গরিবদের জন্যও আর্থিকভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করি কিছু একটা করার, অন্তত ওরা যেন সুখে-শান্তিতে ঈদ করতে পারে। তাদের আনন্দে আমরাও দূরদেশে বসে আনন্দকে ভাগাভাগি করে নিই।

প্রবাসে যদিও পরিবার-পরিজন বা প্রিয় স্বজনের উপস্থিতি নেই তবুও ঈদের খুশি আমার কাছে এখন বেশ আনন্দের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ঈদের জন্য এখন আয়োজন করে কেনাকাটা করি। ঈদের আগের রাতে চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে টিভিতে সে গানটা এখনো বেজে ওঠে–'রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।' আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি। পুলক অনুভব করি। চোখের তারায় ভেসে ওঠে উচ্ছল আনন্দে মোড়ানো শৈশবের সেই দৃশ্যগুলি।

দূরপ্রবাসেও ঈদের দিনটাতে কাছের-দূরের সকল প্রবাসী বাঙালিকে নিয়ে একটা মিলনমেলা করার সুযোগ হয়। আমরা প্রবাসীরা সবাই মিলে এখানে একটা পরিবারের মতো। একে অন্যকে আপন করে নিই। সুযোগ হয় বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করার। ঈদের আনন্দটুকু ভাগ করে নেওয়ার জন্য চলে বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি যাওয়া। দিনভর চলে দেশের স্বজনদের সাথে ফোনালাপ। ফেসবুকসহ সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোর সাথে যাঁরা জড়িত, সময়ে সময়ে তাঁদের আপডেট স্ট্যাটাস তো আর পাচ্ছিই। সব মিলিয়ে এখানে ঈদ একেবারে মন্দ হয় না। তারপরও আমাদের মনটা পড়ে থাকে দেশের সবুজ-শ্যামলে। আর যারা দেশে আছে, তাদের জন্য মনটা কেমন কেমন করে...।

আলখোর, কাতার

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা

আল ফালাক রেস্টুরেন্ট
আলআতিয়া

ব্রাদার্স রেস্টুরেন্ট
এশিয়ান টাউন

বনফুল

শুভেচ্ছান্তে: নাসিরউদ্দীন, ইউসুফ মোস্তফা, কুতুব উদ্দীন
মোবাইল: ৩৩৩৪ ৮৪৮৬, ৩৩১৪ ৭৪৩৪

প্রবাসে বদলে যাওয়া জীবন

আরাফাতুল ইসলাম নিরব

আজ ৬ মে। প্রবাসে আজ আমার এক বছর পূর্ণ হলো। গত বছরের এই দিনেই জীবিকার তাগিদে গৃহ-পরিজন ছেড়ে অগত্যা প্রবাসীর খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল। প্রথমদিকে ব্যাপারটা বনবাসের মতোই লাগত। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে।

একজন প্রবাসী প্রতিদিনই নিত্যনতুন ঘটনার সম্মুখীন হয়, সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। এক বছরে অনেক কিছুই শিখিয়েছে এই প্রবাসজীবন। শিখিয়েছে কীভাবে কীভাবে নিজের আশপাশে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুকে এড়িয়ে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়। নিরাশার অতল গহ্বরে হারিয়ে গিয়েও চোখের লোনাজলকে উপেক্ষা করে কীভাবে বলতে হয়, 'আমি ভালো আছি মা, তোমরা ভালো আছো তো?'

যে ছেলে ভালো রান্নার খাবার দেখেও নাক সিটকাত, সহজে খেতে চাইত না, এক বছরের প্রবাসজীবন সেই ছেলেকে এখন অনেক অখাদ্যকে অমৃত মনে করে খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে শিখিয়েছে। সকালবেলা বাড়িসুদ্ধ লোক ডাকাডাকি করেও যাকে ঘুম থেকে ওঠানো যেত না, সে এখন সূর্যোদয়ের আগেই ডিউটিতে গিয়ে হাজিরা দেয় নিয়মিত। জ্বর-ঠান্ডা উপেক্ষা করে রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সউদ্যমে কাজ করে যায় বিরামহীন। অথচ দেশের জীবনে সে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আনন্দ-আড্ডা আর ঘুরোঘুরি করে সময় কাটাত। এখন তার কথা বলার মতো ফুরসতটুকুও নেই। তার একটাই চিন্তা–রোজগার। কীভাবে বেশি করে রোজগার করা যায়। বিদেশ আসতে গিয়ে অনেক ধারদেনা হয়ে গেছে। রোজগার না করলে ওগুলো পরিশোধ করা হবে কীভাবে? এখন একটা টাকা খরচ করতেও সে দশ বার ভাবে।

দেশে যে ছেলে কোনো কাজই করেনি, প্রবাসে তাকে সপ্তাহে সাতদিন কাজ করতে হচ্ছে। ঘর থেকে বেরোলেই যার গাড়ি লাগত, তাকে এখন স্বচক্র যানে বা দ্বিচক্র যানে পাড়ি দিতে হয় অনেক পথ। মায়ের আঁচলতলে বেড়ে ওঠা ভীতু সন্তান হাজার মাইল দূরে নির্ভীক দিবানিশি কাটায় শুধু প্রবাসী বলেই। নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়াটা এখন কেবল স্বপ্ন মনে হয়।

ছাত্ররাজনীতির মাঠ বীরদর্পে প্রদক্ষিণ করা ছেলেগুলো রাজনীতির ভেদাভেদ ভুলে, প্রতিহিংসাকে পেছনে ফেলে এখানে কেবল 'বাংলাদেশি' পরিচয়ে এগিয়ে চলে। বিপদে ভাই-বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়ায়।

দিনমান কাজ করে রাত জেগে পড়াশোনায়ও ক্লান্ত হয় না তারা। ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ে কর্মস্থলে। তাদের এ উদ্যম দেখে ঘড়ির কাঁটা নিজেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

শত কষ্ট আর ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসীদের খুশি হতে খুব বেশি কিছু লাগে না। দেশে পরিবার-পরিজন সবাই ভালো আছে–ছোট্ট এই খবরটা আর তাদের হাসিমাখা কণ্ঠস্বরই জুড়িয়ে দেয় প্রবাসীদের প্রাণ।

প্রবাসীদের চরিত্রগুলো ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তাদের জীবনযুদ্ধ, গল্পকথা মোটামুটি একই রকম। প্রতিটি জীবনই প্রবাসে এসে বদলে যায়, সজ্জিত হয় সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচে।

প্রবাসজীবন শেখায় জীবনকে কীভাবে উপলব্ধি করতে হয়, শত বাধা উপেক্ষা করে কীভাবে এগিয়ে চলতে হয়। প্রবাসে কেউ ভালো থাকে না এটা যেমন ধ্রুব সত্য ঠিক তেমনি ধ্রুব সত্য হচ্ছে হাজারও কষ্টের মাঝে থেকেও পরিবারের সঙ্গে সুখে থাকার অভিনয় করা।

ঈদের দিন এখানে কয়েকটা পরিচিত মুখের দেখা ছাড়া আর কিছুই পাইনি। এখানকার প্রাপ্তি বলতে একটা ভালো চাকরি, রাজনীতিমুক্ত সুন্দর পরিবেশ আর অজানা অনেক কিছু জানা–এই এতটুকু। পার্থিব হিসেবে চিন্তা করলে হয়তো প্রাপ্তির খাতা অতোটা মন্দ হবে না। কিন্তু অদৃশ্যের হিসেবটা মেলালে দেখি আমি একেবারে শূন্য!

আমার সবেচেয়ে বড় পাওয়াটা কিন্তু এই অদৃশ্যেই। আর সেটা হলো মাতৃমাটির প্রতি টান, মাটির ভালোবাসা। প্রবাসে আসার পর থেকে প্রতিটা দিন মন চায় মাটির পানে ছুটে যাই। মাটির সাথে কোলাকুলি করি। কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভব হয় না। বাস্তবতা বড় কঠিন আর নির্মম জিনিস। অদৃশ্যের এই যে এত বড় পাওয়া, এটা আমার ভেতর হয়তো এতো সহজে আসত না, যদি না আমি প্রবাসে থাকতাম। তাই সকলের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ–যাদের পক্ষে সম্ভব একবার হলেও প্রবাসে থেকে যাবেন। তাহলে হয়তো আপনিও অনুভব করতে পারবেন দেশের প্রতি অদৃশ্য একটা মায়া, ভালোবাসার অমোঘ এক টান।

কাতার

প্রবাসী হিসেবে আমাদের স্বার্থকতা

আহমদ সাকিব

ঈদ মানে আনন্দ, আর এই আনন্দটা তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন তা পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করা যায়। আমরা যারা প্রবাসে থাকি, ঈদ তাদের জন্য এক ভিন্ন অনুভূতি নিয়ে আসে। কারণ, প্রবাসে আমরা অধিকাংশরাই পরিবার-পরিজন, প্রিয়তমা স্ত্রী, মমতাময়ী মা, প্রিয় বাবা, স্নেহের সন্তান, আদরের ভাইবোন ছাড়া ঈদের দিনটি অতিবাহিত করি। আর তাই ঈদের দিনটা এখানে আনন্দ-বেদনায় মিশ্রিত একটা দিন। প্রবাসীদের মনটা থাকে দেশে আর দেহটা থাকে বিদেশে। পৃথিবীর বহু দেশেই প্রবাসীদের পরিবারবিহীন একাকী থাকতে হয়। আর জীবনসংগ্রামের এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই প্রবাসীরা ঈদ উদযাপন করেন। টেলিফোনে অথবা স্কাইপিতে, ভাইবারে বা ম্যাসেঞ্জারে প্রিয়জনের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। অনেকে মরুভূমির মরীচিকায় নিজের দুঃখটাকে মিশিয়ে দিয়ে এই দিনটাতেও কাজে যান।

আমাদের এখানে ফজরের নামাজের পরপরই নির্দিষ্ট কিছু মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নামাজে যেতে হয়। এখানে নামাজে যাওয়ার সময় কেউ আমাদের পেছন থেকে ডেকে বলে না 'একটু সেমাই, একটু পায়েস খেয়ে যাও।'

সূর্যোদয়ের কিছু সময়ের ভেতরই শেষ হয়ে যায় ঈদের নামাজ। নামাজ থেকে ফিরে অনেককেই কর্মস্থলে যেতে হয়। ঈদের দিনটাতেও ছুটি নেই তাদের। বরং এ দিন কাজ থাকে আরও বেশি। ভাগ্যের জোরে যারা ছুটি পায়, তারা এখানকার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সামান্য ঘোরাফেরা বা একে অপরের বাসায় গিয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে ফিরে এসে পরদিনের ডিউটির জন্য প্রস্তুতি নেয়। ছুটি বলতে কেবল ওই ঈদের দিনটাই।

আমাদের ঈদ যেমনই কাটুক, অন্তত এটুকু জেনে ভালো লাগে যে, আমাদের কষ্টে উপার্জিত টাকা দিয়ে আমাদের পরিবার সুখ-শান্তিতে ঈদ করতে পারছে। একজন প্রবাসী হিসেবে এটাই আমাদের স্বার্থকতা।

মদিনা মুররাহ, কাতার

এটা বিদেশ, এখানে কাঁদতে নেই

বাহার প্রধানিয়া

এইচএসসি পাশ করে রসায়ন বিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছয় মাস যেতে না যেতেই বাবা নিয়ে এলেন কাতার। ঈদুল ফিতরের কিছুদিন পর এসেছি। প্রথম প্রথম ভালোই লাগল–কোনো কাজ-কর্ম নেই, বাবার কাছে থেকে শুধু খাওয়া আর ঘুম।

কিছুদিন পর কাতারের আইডি কার্ড পেলাম। ভর্তি হলাম ড্রাইভিং স্কুলে। এরমধ্যে চলে এল কুরবানির ঈদ। ঈদের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। মনে হলো, কী যেন মিস করছি। খানিক ভেবে বুঝলাম, কুরবানির গরু কেনার আনন্দ এবার হচ্ছে না। মিসিংটা এজন্যই অনুভব হচ্ছে।

দুই দিন পর আম্মু কল করলেন। বললেন, 'বাবা, আজ কুরবানির গরু কেনা হয়েছে। প্রতিবছর তো তুই কিনতি।' আম্মুর গলা ভিজে এল এই কথায়। কান্না আটকাতে পারলেন না। শব্দ করে কেঁদে ফেললেন। আমিও চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। টিস্যুপেপার দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ফোন রেখে দিলাম।

পরদিন বাবাকে বললাম, 'ঈদ তো চলে এসেছে। নতুন জামা-কাপড় কিছু কিনবে না?' বাবা বললেন, 'কী দিয়ে কিনব, বেটা? টাকা তো সব বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কুরবানির জন্য গরু কেনা, পরিবারের সবার জন্য নতুন জামা-কাপড়–অনেক টাকা-পয়সার দরকার তাদের।'

'আমার না-হয় কিছু নতুন কাপড় আছে, ওগুলো দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু তোমার তো বাবা কিছুই নেই। সব পুরানো কাপড়। অন্তত তোমার জন্য কিনবে না?'

'আরে, ওগুলো ভালো করে ধুয়ে ইস্ত্রি করলে একদম নতুনের মতো হয়ে যাবে। কোনো সমস্যা নেই, বেটা! ওগুলো দিয়ে চলবে।'

বাবার কথা শুনে আমার চোখজোড়া ভিজে উঠল। এরই নাম প্রবাসজীবন। যে জীবনের সূচনা হয়েছে আমার সবে কয়েক মাস হলো।

ঈদের আগের রাতে দেশের কথা খুব মনে পড়ছিল। গতবছর এমন দিনে বন্ধুদের নিয়ে কী আনন্দই না করেছিলাম!

রুমের বাইরে বসে আছি। প্রচণ্ড খারাপ লাগছে। বাবা ডাক দিলেন এমন সময়। 'বাহার, রুমে এসো। আগামী কালের জন্য বিশেষ কিছু রান্না করব।'

বাবা ঈদের দিনের জন্য খিচুড়ি আর মাংস রান্নার বন্দোবস্ত করছেন। বাপ-বেটা মিলে তা পাকালাম। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল বাবার ডাকে। ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। বাবার কাছ থেকে জানতে পারলাম, এখানে ফজরের পরপরই ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ফজরের নামাজ পড়ে নিলাম। তারপর বাড়ি থেকে নিয়ে আসা নীল রঙয়ের পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে ঈদের জন্য বেরোতে যাব, বাবা বললেন, 'তোর মাকে ফোন দিয়ে দোআ নিয়ে যা।'

আম্মুকে ফোন দিলাম। 'আম্মু, ঈদের নামাজে যাচ্ছি, তুমি টাকা দেবে না আমাকে? ১০ টাকা।' আমার কথা শুনে আম্মু হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। আম্মুর মতো আমিও। বাবা আমার গায়ে আলতো হাত রেখে শান্ত-গভীর কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, এটা বিদেশ! এখানে কাঁদতে নেই।'

বাবার মুখের দিকে একবার তাকালাম আমি। গভীর সমবেদনার ছাপ তাঁর চেহারায়। আমি কান্না বন্ধ করে দিলাম।

ঈদের নামাজ পড়ে রুমে এসে খাওয়া-দাওয়া করলাম। বাবা বললেন, 'এখন তো আর কোনো কাজ নেই, ঘুমিয়ে পড়। আমিও ঘুমোবো।'

'সে কী বাবা! কোথাও বেড়াতে যাবে না? ঈদের দিন এভাবে কেউ ঘুমায়?' বাবার শান্ত গভীর কণ্ঠ আবার শোনা গেল, 'বাবা, এটা বিদেশ।' খানিকপর বললেন, 'তোর ইচ্ছে হলে কোথাও থেকে ঘুরে আসতে পারিস।'

বাবার কোনো প্রতিউত্তর করলাম না আর। চোখে জল নিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে রইলাম তাঁর পাশেই। মনে পড়ল দেশের ঈদগুলোর কথা। কত আনন্দই না করতাম। ঈদের নামাজ শেষে সবার আগে গরু জবাইয়ের জন্য হুজুরকে একরকম জোর করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতাম। কয়েকজন মিলে গরু ধরাধরি করে শুয়াতাম, হুজুর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে চুরি চালাতেন গরুর গলায়। কী আনন্দই না ছিল ওসবে! ভাবছি আর চোখের পানিতে বালিশ ভেজাচ্ছি।

আসলে প্রবাসের ঈদে আনন্দের চেয়ে কান্নাই বেশি। এখানকার ঈদে আমার সুখের কোনো অনুভূতি নেই। বাড়ির সবাইকে আনন্দ দিয়ে এই সব ঈদ-চাঁদ আমরা কোনোমতে কাটিয়ে দিই প্রবাসে। আমাদের কষ্ট-বিষাদের বিনিময়ে বাড়িতে পরিবারের মুখে হাসি ফুটছে–এটুকুই যা সান্ত্বনা।

মদিনা খলিফা, কাতার

প্রবাসীরা বেঁচে আছে যে আনন্দে

সাখাওয়াত হোসাইন

২০১৬ সালের ঈদুল ফিতর দিয়ে সূচনা হয় আমার প্রবাসজীবনে ঈদ করার অন্যরকম এক অভিজ্ঞতার। এখানে ঈদ মানে নিরানন্দ একটা দিন। চারিদিকে হৈ-হুল্লোড়, আনন্দ-বিনোদন কিন্তু নিজের ভেতর এসবের কোনো অনুভূতি নেই। প্রচণ্ড নিঃসঙ্গ আর একাকী লাগে নিজেকে। পুরানো স্মৃতিগুলো এসে ঝাপটে ধরে। শৈশব-কৈশোর আর তারুণ্যের ঈদ, আনন্দ-আড্ডা–এ সবকিছু কেমন অচেনা লাগে। মনে হয় এ রকম কিছুই যেন আমার জীবনে ঘটেনি। প্রবাসজীবনের কঠিন বাস্তবতা আমাকে আমার শৈশব-কৈশোরের আনন্দ স্মৃতি, নতুন তারুণ্যের সুখের দিনগুলো–সবকিছু অপরিচিত করে দেয়।

কাতারে উম আল-আফাই মরু প্রান্তরের একটি ক্যাম্পে আমি কাজ করি। ঈদের নামাজ পড়ে এসে বাড়িতে কল করলাম। বড় ভাইয়ের কাছে। ঈদের অভিনন্দন এবং ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করে আব্বার কথা জানতে চাইলাম। আব্বা পাশেই ছিলেন। বড়ভাই ফোন দিলেন তাঁর কাছে। জীবনে প্রথম প্রবাসে ঈদ করছি, আমার যেমন মনখারাপ, পরিবারের সবারও তেমন। আব্বা বললেন, 'ঈদের জামাত কি শেষ, বেটা?' কান্নায় আব্বার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে–বুঝতে আমার বেগ পেতে হলো না। আমারও চোখ ভিজে উঠেছে। কোনোমতে কান্না সংবরণ করে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ আব্বা! এই মাত্র শেষ হলো। নামাজ পড়েই আমি তোমাদের কল করলাম।'

আব্বা আর কিছু বলতে পারলেন না। ফোন গেল মায়ের কাছে। মাও কাঁদছেন। বললেন, 'বাবা, তুই সেমাই খেয়েছিস তো?' কান্নাকে অনেক কষ্টে সংবরণ করে বললাম, 'হ্যাঁ, মা! খেয়েছি।' কথাটা মিথ্যা। মায়ের সান্ত্বনার জন্য মিথ্যা বলতে হলো। কারণ, মা যদি জানেন, ঈদের দিন সেমাই খেয়ে বিলাসিতা করার মতো ফুরসত এই প্রবাসজীবনে নেই, তবে খামোখা তিনি দুশ্চিন্তা করবেন আর কাঁদবেন। প্রবাসে এলে সবাইকে এ রকম দুই-চারটা মিথ্যে বলতেই হয়। ডাল দিয়ে খেলেও বলতে হয়, পোলাও ছিল। বাসি ভাত-তরকারি খেয়েও জানাতে হয়, আজকের খাবারটা খুব সুস্বাদু ছিল। অন্যথায় পরিবার-পরিজন অযথা দুশ্চিন্তা করেন।

বাড়িতে কথা বলা শেষ করে আর কিছু ভালো লাগছিল না। বাকি দিনটা তারপর ঘুমিয়েই কাটালাম। প্রবাসের ঈদ এ রকমই, এ রকমই এখানকার ঈদ-আনন্দ। এই আনন্দ নিয়েই প্রবাসীরা বেঁচে আছে আপনজনদের মুখে হাসি ফোটানোর আশায়।

কাতার

অনাহারে অর্ধাহারে কেটেছে ঈদের দিন

শাহাদাত হোসাইন

২০১৫ সালে ঈদুল ফিতরের সাত দিন পর আমি কাতার আসি। তার পর থেকেই কষ্টের শুরু। কষ্টের এই দিনগুলো ভুলতে পারব না কোনোদিন। বাবা-মা ধার-কর্জের দ্বারা টাকা জোগাড় করে বিদেশ পাঠিয়েছেন। এসে দেখি কাজ-কর্ম কিছুই নেই। অনেক কষ্টে একটা কোম্পানিতে সুযোগ পেলাম কাজের। কিছুদিন কাজ করলাম সেখানে। মরুভূমির রোদে পুড়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতাম, কিন্তু কোম্পানি ঠিকমতো বেতন দিত না। বেতন দিতে গড়িমসি করত। এমনও দিন গেছে পুরো দিনেও টাকার অভাবে কিছু খেতে পারিনি। উপোস থাকতে হয়েছে।

কাতারের দুঃসহ এই প্রবাসজীবনে আমি প্রথম ঈদ করি ২০১৬ সালের রমজানের ঈদ। আনন্দ-আহ্লাদ তো দূরের কথা, খিদে মেটাতে সামান্য সেমাই কেনার জন্যও সেদিন একটা পয়সা আমার পকেটে ছিল না । এক মাস আগে আমাদের দুই মাসের সেলারি বকেয়া রেখে কোম্পানি পালিয়ে গেছে। ঈদের নামাজ পড়ে রুমে এসে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। খিদের জ্বালায় ঘুম এল না। এক রুমমেটের কাছ থেকে অবশেষে দুই রিয়াল কর্জ এনে হোটেলে গিয়ে সেমাই খেলাম। তারপর রুমে এসে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। এবার চোখ ভেঙে কান্না এল। মা-বাবা ভাই-বোনের কথা মনে করে করে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। মা-বাবা কত কষ্ট করে পাঠিয়েছে রোজগারের জন্য, কিন্তু এখানে রুজির কোনো পথ নেই আমার।

পরের ঈদও ঠিক একইভাবে অনাহারে অর্ধাহারে কেটেছে। একাধারে কয়েক মাস কাজ ছিল না। রমজানের আগে যাও একটা কাজ পেয়েছিলাম, সৌদি-কাতার দ্বন্দ্বের কারণে তা-ও হারাতে হলো। আর কিছু বলতে পারছি না। বলার মতো ভাষা নেই। শুধু একটি অনুরোধ করব, আমাদের এই দুরবস্থার কথা দয়া করে আমাদের দেশকে অবগত করবেন।

সানাইয়া, কাতার

অন্য দিনের মতোই কেটে যায় ঈদ

ওমর ফারুক

প্রবাসজীবনটা হচ্ছে অনেক কষ্টের। মা-বাবা-পরিবার–সবার থেকে দূরে থেকে ঈদ কাটানোর অনুভূতিটা খুবই পীড়াদায়ক। লবণ ছাড়া তরকারি যেমন বিস্বাদ প্রবাসজীবনের একেকটা ঈদ তেমনই নিরানন্দ।

কাতার এসেছি দুই বছর পেরিয়ে গেছে। এর ভেতর চারটা ঈদ গেছে। কোনো ঈদেই আলাদা কোনো আনন্দ ছিল না। তাই বাড়তি কোনো আয়োজনও করিনি। অন্য দশটা দিন যেমন যায়, সেরকমই কেটেছে ঈদের দিনগুলো। আমার চাকরি ঘরের কাজ। তাই ঈদের দিনেও কোনো ছুটি নেই। বরং সেদিন থাকে আরও বেশি ব্যস্ততা। কষ্ট হয় খুব।

অন্যান্য প্রবাসীরা অন্তত ঈদের দিনটা ছুটি পায়, আমার তাও নেই। ঈদের আনন্দ যা কিছু, এখানে আসবার সময় সব রেখে এসেছি বাংলাদেশে। তারপরও আমি খুশি, সন্তুষ্ট। কারণ, আমার কষ্টার্জিত এই উপার্জনের বিনিময়ে বাড়িতে মা-বাবা ভাই-বোন সুখে আনন্দে জীবন যাপন করতে পারছে। ঈদ এলে হাসিখুশি করতে পারছে। আমি এতেই আনন্দিত।

তবে খুব মিস করি দেশের সেই ঈদগুলোকে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দ-আড্ডায় কেটে যেত যেসব ঈদ। মিস করি মা-বাবা ভাই-বোনকে। আর মিস করি প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে।

ঈদ নিয়ে প্রবাসীদের অনুভূতি প্রকাশের এ উদ্যোগ ভালো লেগেছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুশি। অশেষ কৃতজ্ঞতা আপনাদের জন্য। সবাইকে ঈদ মুবারক।

উম সালাল, কাতার

সময় যেন কাটে না

মুস্তফা মনোয়ার

প্রবাস জীবনের ঈদ মানে কষ্টে গাথা একটা দিন। সব কিছু ঠিকঠাকই থাকে, যখন ঈদের নামাজটা পড়ার পর মুনাজাতে বসি সবাই, এতটা কান্না আসে, বলার মতো না। সবদিকে কান্নার রোল পড়ে যায়, নানা দেশের লোক–সবার কান্নায় আকাশটা ভারি হয়ে ওঠে।

জামাত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় সবাই। যার যার আত্মীয়-স্বজন আর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে। কেউ কাঁদে কেউ হাসে।

নামাজ শেষ করে সবার মতো আমিও কল করলাম বাড়িতে, কিন্তু কথা বোঝা যায় না। এতটা খারাপ লাগছিল বলার মতো না। কারণ আমি যেখানে থাকি, সেখানকার নেটওয়ার্কের টাওয়ার ১-২ তলা বাড়ির সমান উঁচু, আমাদের দেশের মতো এত উঁচু না।

লেবার ক্যাম্পে থাকি আমি। একে তো নিচু টাওয়ার, তার ওপর এখন লেবারক্যাম্পের মোটামুটি সবাই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত, এজন্যই নেটওয়ার্কে সমস্যা করছে।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে খানিক দূরে গেলাম। ওখানে আরেকটা টাওয়ার আছে। ওখান থেকে কল দিলাম বাড়িতে। সবার সঙ্গে কথা বলার পর কিছুটা শান্তি পেলাম মনে।

ঈদ উপলক্ষে কোম্পানি ছুটি দেয় তিন দিনের। শুয়ে ঘুমিয়ে কাটে তিনটা দিন। বাড়তি কোনো আয়োজন নেই, নেই কোথাও বেড়াতে যাওয়ার শখ। বরং এই তিন দিন ভালো করে ঘুমিয়ে শরীরকে একটু চাঙ্গা করা হয় কাজের জন্য।

দিনমান রুমে বসে থাকি। মাত্র তিন দিনের ছুটি, কিন্তু সময় যেন কাটেই না। একাকিত্বের যন্ত্রণা কতটা পীড়াদায়ক–ঈদ ও ঈদপরবর্তী ছুটির দিনগুলোতে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাই। দেশে কাটানো ঈদের দিনগুলোর আনন্দময় স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে কখন যে আমাদের গাল বেয়ে অশ্রুর প্রবাহ তৈরি হয়, বুঝতেই পারি না। লবণ ছাড়া তরকারি যেমন বিস্বাদ, পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব ছাড়া ঈদও তেমন নিরানন্দ।

সবার কাছে দোআর আবেদন জানিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা–ঈদ মুবারক।

কাতার

ঈদ ভেসে যায় চোখের জলে

জাহাঙ্গীর আলম আরিফ

পূবাকাশে লালের আভা দেখা দিতে না দিতেই পবিত্র ঈদের জামাত শুরু। অবরুদ্ধ এই মরুর দেশ, এই লু হাওয়া, লবণাক্ত আরব সাগর, ডানা ঝাপটানো কোয়েল ছানা, নানা বর্ণের কবুতর আর কবুতরের বাকবাকুম আওয়াজ–সব কিছু জেগে ওঠার আগেই এখানে আমাদের ঈদ ভেসে যায়। ভেসে যায় চোখের লোনাজলে।

হয়তো ভাই-বোন অথবা বাবার সঙ্গে একটু ফোনালাপ। কিংবা বুকের গহীনে রাখা কষ্টের নহর–মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলা।

হয়তো-বা খা খা মরুর মতো হৃদয় নিয়ে এলোমেলো ভালোবাসার কথাকলি প্রিয়ার সঙ্গে।

তারপর নিত্যকার সঙ্গী প্রিয় কম্বলের নিচে শ্রান্ত শরীরকে ঘুমের হাতে সোপর্দ করা। কারো কারো বেলায় তো কম্বল মুড়ি দেওয়ারও ফুরসত নেই। এ দিনেও তাদের ছুটতে হয় কাজের জন্য। উপার্জনের টাকা দিয়ে হয়তো ছোট ভাইয়ের টিউশন ফি পরিশোধ করা হবে, বোনের লাল ফিতার বায়না পূরণ করা হবে। কিংবা মায়ের জন্য ভালো একখানা শাড়ি অথবা বাবার জন্য একটা লুঙ্গির বন্দোবস্ত হবে।

ঈদের দিনটি আমাদের এভাবেই কেটে যায়। তবুও আমরা আনন্দে থাকার চেষ্টা করি; অন্তত অভিনয় করে হলেও।

ঈদের শুভেচ্ছা সবাইকে। ঈদ মুবারক।

গোল্ড মার্কেট, দোহা, কাতার

সব আছে, তবু যেন কিছু নেই

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম

ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ এ কথা সবাই মানলেও, প্রবাসীদের জীবনে এর বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া খুব বেদনাদায়ক। প্রবাসীদের ঈদ উদযাপন ভিন্নরকম। প্রবাসে অনেকেই আছেন, যাদের জন্য ঈদের দিনটাও কষ্টকর হয়ে থাকে।

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রত্যাশা ও প্রস্তুতির কমতি থাকে না। একের পর এক ঈদ আসে যায়, প্রবাসীদের ঈদ রয়ে যায় নিঃসঙ্গতায় ভরা।

ফজরের আজানের পর দল বেঁধে ছোটাছুটি করে গোসল সেরে মিষ্টি মুখে নতুন জামা-কাপড় পরে ঈদগাহ মাঠে যাওয়া প্রবাসীদের জন্য যেন শুধুই স্মৃতি। নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় পাশের বাড়ির কেউ ডাক দিয়ে বলে না- সেমাই খেয়ে যাও। শত কর্মব্যস্ততার মাঝে ঈদের ছুটিতে লম্বা ঘুম অধিকাংশ প্রবাসীর ঈদের দিনে মূল কর্মসূচি।

ঈদের নামাজ শেষে দেশে ফোন করার পর বুকের ভেতর কষ্টের তীব্রতা যেন আরও বেড়ে যায়। বুকফাটা যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বিছানায় চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করেন অনেকে। আর এরপর দুপুর গড়িয়ে পুবের সূর্যটা পশ্চিমে হেলতে শুরু করে। বিছানা ছেড়ে দু'একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সামান্য আনন্দের প্রত্যাশায় অজানার উদ্দেশ্যে ছুটে চলা। এভাবেই কেটে যায় প্রবাসীদের ঈদ নামের নিঃসঙ্গ বেদনার দিনটি।

ঈদ মানে আনন্দ হলেও প্রবাসীদের কাছে তা কষ্টের। জীবিকার প্রয়োজনে প্রিয়জনদের ছাড়া একাকী ঈদ উদযাপন করতে হয়। সবসময় তো বটেই, ঈদের সময় পরিবারের সবাইকে খুব বেশি মিস করি আমরা।

প্রাবাসে আজ আমার ৪ বছর ১১ মাস ৪ দিন। প্রবাস জীবনে দুটি ঈদ দেশে পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছি। এবার বিভিন্ন কারণে যাওয়া হয়নি, তাই বেশ খারাপ লাগছে। এবার দেশে যেতে না পারলেও, ফোনে পরিবারের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি।

ঈদের সময় পরিবারের সবাইকে খুব মিস করি। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আনন্দ করে কষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা করি।

প্রবাসের কষ্টটা একটু অন্য ধরনের। সব আছে, তবু যেন কিছুই নেই। প্রবাসী না হওয়া পর্যন্ড় কেউ তাদের কষ্ট অনুভব করতে পারবে না। প্রবাসীদের কষ্টে বাড়তি মাত্রা যোগ করে ঈদ এবং বিশেষ উৎসবের দিনগুলি।

দিনব্যাপী লম্বা ঘুমের ঈদ

মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন

প্রথমে অতীতের ঈদগুলোর কিছু স্মরণীয় মুহূর্তের কথা বলে নিই।

ঈদের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি গোসল করতে যাওয়ার জন্য বাবা ডাক দেন। বাবার ডাকে তড়িগড়ি করে উঠে প্রথম কাজ, মায়ের ব্যস্ত সময়ে উঁকি মেরে মাকে একটু দেখা। (এটা আমার ছোটবেলার অভ্যাস। ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মাকে একনজর না দেখলে পৃথিবীটাই আমার কাছে শূন্য মনে হতো।) মাকে দেখতে গেলে মায়ের মৃদু বকা খেতাম–'এহনো গুসল গত্তি ন যস!' (এখনো গোসল করতে যাস নি!)

গোসলে যাওয়ার আগে মা আমার কাপড় এনে রেডি করে রাখতেন। নতুন লুঙ্গি ও গেঞ্জি। এরপর গোসল সেরে নতুন পাঞ্জাবি-পাজামা পরে বাবা-ভাই সবাই মিলে এক সাথে মসজিদে যাওয়া, নামাজ শেষে বাবাকে কদমবুচি করে কোলাকুলি, বাসায় এসে আগে মাকে সালাম করে ঈদের সালামি আদায়, তারপর সেমাই নুডলস খাওয়া–কী আনন্দময় ঈদগুলোই না ছিল তখন!

কাতারের প্রথম ঈদ

সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে পুরানো কাপড়গুলোই আবার পরে গেলাম মসজিদে। নামাজ সেরে কল দিলাম মাকে। মা ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'অ পুত, ভালা আছস না? (বাবা, ভালো আছিস?)'

মায়ের কথা শুনে কান্না থামাতে না পেরে কিছু না বলেই আমি কল কেটে দিলাম।

নিজেকে শান্ত করে কিছুক্ষণ পর আবার কল দিলাম। আবারও মায়ের সেই স্নেহমাখা কণ্ঠ–'কী রে, কী হয়েছে! কল কেটে দিলি কেন?'

'না মা, এমনিতেই কেটে গেল।'

'তো সেমাই-নুডলস কিছু রান্না করলি?'

'হ্যাঁ মা, নুডলস করেছি। সেমাই আমার তেমন ভালো লাগে না, তুমি তো জানই।'

রান্না করিনি আসলে কিছুই। মিথ্যে কথাটা মাকে বলতে হলো অগত্যা। কিছু রান্না করিনি শুনলে অযথা তিনি দুশ্চিন্তা করবেন।

মায়ের সঙ্গে কথা বলার পর বাবার সঙ্গে কথা বললাম। ভাইদেরকেও ঈদের শুভেচ্ছা জানালাম।

খিদেয় পেট অস্থির হয়ে আছে। একটি হোটেলে গিয়ে চা-পরোটা খেয়ে কোনোমতে খিদের একটা সুরাহা করলাম। তারপর রুমে এসে দিনব্যাপী দিলাম লম্বা একটা ঘুম। এই হলো কাতারে আমার প্রবাসজীবনের ঈদের দিনলিপি।

সানাইয়া ৪৭, কাতার

আল ইস্তেকামা রেস্টুরেন্ট

সবজি মার্কেট

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
কাতারপ্রবাসী ও বিশ্বময়
ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে
ঈদের শুভেচ্ছা

রফিকুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আনন্দের প্রত্যাশায় উদ্দেশ্যহীন ছুটে চলা

শেখ মুহাম্মাদ

ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ–এ কথা সবাই মানলেও প্রবাসীদের জীবনে এর বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রবাসীদের ঈদটা একটু অন্যরকম। এখানে অনেকেই আছেন যাদের জন্য ঈদের দিনটা অত্যন্ত কষ্টের। মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ। এই ঈদকে নিয়ে মানুষের শখ-আহ্লাদ আর প্রস্তুতির কমতি থাকে না। কিন্তু ঈদ-আনন্দের লেশমাত্র লাগে না প্রবাসী শ্রমিকদের জীবনে। ঈদ আসে ঈদ যায়, প্রবাসে তাদের কষ্ট এতটুকু কমে না।

ফজরের আজানের পর মসজিদে ছুটে যাওয়া, পুকুরে গোসল সেরে সামান্য মিষ্টিমুখ করে মাড় দেওয়া কড়কড়ে নতুন জামা পরে ঈদগাহ-মাঠে যাওয়া–গ্রামের এই দৃশ্য, সেই অনুভূতি এখন শুধুই স্মৃতি।

এখানে ঈদগাহে যাওয়ার সময় কেউ আর প্রতিবেশীদের ডেকে নেয় না। জোর করে এক প্লেট সেমাই-ফিরনি খাইয়ে দেয় না। নতুন জামা পরে সালাম করলে কেউ নতুন কড়কড়ে টাকার নোটগুলো হাতে উঠিয়ে দেয় না। এসব খুব মিস করি। এখন আমি প্রিয় দেশ, মায়াবী সবুজ গ্রাম থেকে বহু দূরে, সৌদি আরবের মরু প্রান্তরে। এখানে ঈদ মানে শূন্যতা, ঈদ মানে না-পাওয়ার কষ্ট। পরিবার-পরিজন ছাড়া ঈদ যে কত কষ্টের তা একমাত্র প্রবাসীরাই বোঝে।

সকাল হলেই ঈদ, অথচ অনেক রাত পর্যন্ত ডিউটিতে আছি। শেষ রাতে গোসল সেরে রাতের বাসি ভাত-তরকারি খেয়ে ঈদের নামাজে যাওয়ার প্রস্তুতি। পূবাকাশে সূর্যের দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় ঈদের নামাজ। এর মধ্যে আসতে শুরু করে দেশ থেকে আপনজনদের মিসকল আর খুদে বার্তা। সবাই কুশল জিজ্ঞাসা করে, কী খেয়েছি জানতে চায়। এখানে সেমাই-ফিরনি যে জোটে না তা কাউকে বলতে পারি না।

সবকিছু খোলামেলা না বললেও এতকুটু বুঝতে পেরেছি, ঈদে খরচ করার জন্য যে টাকা পাঠিয়েছি তা বর্তমান বাজারে যথেষ্ট নয়। বললাম, 'আজকালের মধ্যেই আরো কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব, টেনশন করো না।' জানলাম, সবার জন্য কেনাকাটা শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা ঈদের দিনটির জন্য। এটুকু জেনে ভালো লাগল, আমাদের কষ্টের উপার্জিত টাকা দিয়ে আমাদের পরিবার আনন্দের সঙ্গে ঈদ করতে পারছে। এটুকুই প্রবাসীদের স্বার্থকতা।

ঈদের নামাজ আর দেশে ফোন করার পর কষ্টের বোঝা আরো ভারী করে ঘুমোনোর প্রস্তুতি। বুকফাটা কান্না চেপে আর যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বিছানায় যাই। চোখের পানিতে বালিশ ভিজিয়ে একটু ঘুমোনোর চেষ্টা করি, যাতে কষ্টের ভারটা একটু কমে। আর তাতেই দুপুর ঘনিয়ে পূবের সূর্যটা পশ্চিমে হেলতে শুরু করে। বিছানা থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে দুয়েক জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সামান্য আনন্দের প্রত্যাশায় উদ্দেশ্যহীন ছুটে চলা। এভাবেই কেটে যায় প্রবাসীদের 'ঈদ' নামের কষ্টের দিনটি।

সৌদি আরব

ঈদের হাহাকার দিনলিপি

মোহাম্মদ জুয়েল

'ঈদ মানে খুশি ঈদ মানে আনন্দ'–প্রবাস-জীবনে এ কথাটার বাস্তবতা পাওয়া মুশকিল। প্রবাসীদের ঈদ মানে মনখারাপের দিন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আনন্দময় এ দিনটি যাপন করতে না পারার কষ্ট সারাক্ষণ তাদের কুড়ে কুড়ে খায়।

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ। ঈদের দিনটি যত ঘনিয়ে আসে, মানুষের আনন্দ উদযাপনের প্রস্তুতি ততই বাড়তে থাকে। ঈদকে ঘিরে নানা ধরনের বাহারি আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সবাই। সাধ্যের ভেতরে প্রস্তুতির কোনো কমতি রাখে না কেউ। ব্যতিক্রম কেবল প্রবাসী শ্রমিকরা; দুই পয়সা রোজগার করে পরিবার-পরিজনের মুখে হাসি ফোটাতে যারা বিদেশ-বিভূঁইয়ে পড়ে আছে। কী ঈদ, কী চাঁদ–তাদের নিরানন্দ এই প্রবাসজীবনকে কোনো কিছুই আনন্দিত করতে পারে না।

ফজরের আজান হতেই বাড়ির সকল ছেলে-মেয়ে হৈহুল্লোড় করতে করতে পুকুরে গিয়ে গোসল করা, গোসল সেরে নতুন জামা পরে একটু মিষ্টিমুখ করা, এদিক ওদিক ছুটোছুটি, খানিক বেলা হতেই দলবেঁধে ঈদগাহে যাওয়া–এসব দৃশ্য এখন কেবলই স্মৃতি। এখন আর নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় পাশের বাড়ির কেউ ডেকে বলে না, 'এই জুয়েল, একটু সেমাই খেয়ে যা না!' নামাজ পড়ে কবর জিয়ারত, পাড়া-পড়শিকে দেখতে যাওয়া–এখানে কিছুই নেই। কিছুই হয় না। কারণ, এটা প্রবাসজীবন। এখানে ঈদ মানে শূন্যতা, পরিবার থেকে দূরে থাকার যাতনা। এ যাতনা কেবল প্রবাসীরাই অনুভব করতে পারে।

রাত পোহালেই ঈদ। কিন্তু এখনও আছি ডিউটিতে। ডিউটি শেষ হতে হতে মধ্যরাত পেরিয়ে গেল। রুমে এসে গোসল করে সন্ধ্যারাতের বাসি ভাত-তরকারি দিয়ে খাবার খেলাম। ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। ঈদের জামাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম।

পূবাকাশে সূয্যি মামার দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো ঈদের জামাত। নিরানন্দ ঈদ। নিঃসঙ্গ, একাকী। চারিদিকে কত কোলাহল, কিন্তু আমার ভেতর কোনো আনন্দ নেই।

দেশ থেকে আপনজনেরা ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিসকল দিচ্ছে, কেউ কেউ খুদে বার্তা পাঠাচ্ছে। আনন্দের বদলে মনটা যেন এতে আরও খারাপ হয়ে গেল।

স্ত্রীকে ফোন দিলাম। দেশে এখনও ঈদের বাকি একদিন। ঈদের প্রস্তুতি কেমন নেওয়া হলো, টাকাপয়সা আর লাগবে কি না–ইত্যাদি জিজ্ঞেস করছি, এমন সময় পাশে

আমার দুই বছরের ছোট্ট মেয়েটি কী যেন বলছে শুনতে পেলাম। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী বলতে চাইছে ও?’ সে হেসে উত্তর দিল, ‘গতকাল তার জন্য টুকটুকে লাল জামা আর বাঁশিওয়ালা জুতা কেনা হয়েছে। ওগুলো নিয়ে সে আনন্দ করছে।’

আমার মেয়ের আনন্দিত গলার অস্পষ্ট এ কথাগুলো শুনে চোখজোড়া ভিজে উঠল। কলিজার টুকরোটা থেকে আজ আমি কত দূরে পড়ে আছি। ইচ্ছে করলেও একটু আদর করতে পারি না মিষ্টিমেয়েটাকে। টিস্যু পেপার দিয়ে অবিরাম চোখ মুছছি, কিন্তু চোখের পানি যেন শুকোতেই চায় না।

ঈদের জন্য যে টাকাগুলো পাঠিয়েছি, আমি জানি এসব যথেষ্ট নয় আমার পরিবারের জন্য। তারপরও স্ত্রী পরিতৃপ্ত গলায় জানাল, ঈদের সব কেনাকাটা তারা স্বাচ্ছন্দ্যমতো করতে পেরেছে। সব প্রস্তুতি শেষ, এবার কেবল ঈদের অপেক্ষা। স্ত্রীর এই পরিতৃপ্তি দেখে ভালো লাগল। যাক, প্রবাস-জীবনের কষ্টার্জিত এ উপার্জনের দ্বারা আমার পরিবারের লোকজন অন্তত সুখে-শান্তিতে ঈদ করতে পারছে। এটুকুই তো একজন প্রবাসীর স্বার্থকতা।

বাড়িতে ফোনালাপ মনটাকে আরও খারাপ করে দিল। রুমে এসে বুকফাটা কষ্ট আর যন্ত্রণাটাকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমোলাম, টেরই পাইনি। ঘুম থেকে যখন জাগলাম, বেলা তখন গড়িয়ে সূর্যটা পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। বিছানা থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে কিছু একটা মুখে দিলাম। এর ভেতর আরও ক’জন প্রবাসী এসে জোর করে নিয়ে গেল একটু ঘোরাঘুরির জন্য। এভাবেই কেটে যায় প্রবাসজীবনের নিরানন্দ ঈদ। এখানে প্রতিটা ঈদের দিনলিপি আমার এ রকমই। বুকচাপা কান্না, হাহাকার আর কষ্টের আখ্যান।

সানাইয়া, কাতার

মন চায় দেশে ছুটে যাই

তাওহীদুল ইসলাম মাকছুদ কাজী

জীবিকার তাগিদে মা-বাবা ও পরিবারের সবাইকে ছেড়ে প্রবাসের উদ্দেশে কাতার পাড়ি জমিয়েছিলাম ০৭-১১-২০১৫ তারিখে। এ নিয়ে চারটা ঈদ প্রবাসে কাটাতে হলো মা-বাবাকে ছাড়া। এটা যে কত বেদনার একমাত্র যারা প্রবাসে আছে তারাই ভালো জানেন। ঈদের দিন সকালে আম্মুকে পা ছুঁয়ে সালাম করাটা খুব মিস করি প্রতিটা ঈদেই। সত্যি বলতে কী, এখানে ঈদ করতে আমার একদম ভালো লাগে না। মন চায় প্রতিটা ঈদেই দেশে ছুটে যাই। সেটা তো আর সম্ভব না। তাই এবার নিয়ত করেছি, এই ঈদটা দেশে গিয়ে আব্বু-আম্মুর সঙ্গে করব। সবাই দোআ করবেন। ঈদ মুবারক।

কাতার

জীবনের কঠিন বাস্তবতায় ঈদ

অনিত মোরশেদ

১২ জুলাই, ২০১৩। রমজান মাস শুরু হয়েছে কেবল। সেদিনই আমার বিদেশ যাত্রার তারিখ পড়ল। চেষ্টা-তদবির অনেক করলাম, তারিখ আর পেছানো গেল না। মনখারাপ হয়ে গেল প্রচণ্ড। ইচ্ছে ছিল ঈদটা দেশে করে যাব। হলো না। অগত্যা ওই তারিখেই মনখারাপকে সঙ্গী করে প্রবাসে পাড়ি জমালাম।

প্রবাসে এসে প্রথম ততটা খারাপ লাগেনি। রমজান মোটামুটি ভালোই কাটল। কিন্তু শেষ রমজান সন্ধ্যায় যখন ঘোষণা এল আগামীকাল ঈদ, তখন থেকেই মনের ভেতর একটা ঝড় শুরু হলো। মনে পড়ে গেল চাঁদরাতে আমরা কত কী-ই-না করতাম! বাইক নিয়ে সমস্ত এলাকা ঘুরে বেড়ানো, ছোট ভাইদের পটকা ফুটানো, আতশবাজি করা, বাড়ির মেয়েদের জন্য মেহেদী কিনে দেওয়া।

মনটা বিষিয়ে উঠল মুহূর্তেই। ঘুমোতে গেলাম, ঘুম কি আর চোখে ধরে! স্মৃতিকাতর হয়ে সে রাতে বালিশও ভেজালাম। বালিশ ভেজাতে ভেজাতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

রুমমেটের ডাকাডাকিতে শেষ রাতে ঘুম ভাঙল। নামাজের জন্য তাগিদ দিচ্ছে সে। বলল, এখানে নাকি খুব ভোরে নামাজ হয়। কী আর করা! ঈদের নামাজ তো পড়তে হবে।

প্রবাসে প্রথম ঈদ আর ঈদের নামাজ। গোসল করতে গিয়ে মনটা আবারও খারাপ হয়ে গেল। বাবার ডাকাডাকিটা ভীষণ মিস করতে লাগলাম। আর গোসল শেষে মায়ের বানানো ফিরনি খেয়ে নামাজে যাওয়া।

গোসল তো শেষ কিন্তু এখন ফিরনি পাব কই? মায়ের বানানো স্পেশাল ফিরনি!

খুব মিস করছিলাম আমার পিচ্চি বোনটাকে। ওকে নিয়ে ঈদের হাটে যেতাম খেলনা কিনে দেওয়ার জন্য।

কান্না পেল প্রচণ্ড। রুমমেট সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল। বুঝাল, কিছু ত্যাগ স্বীকার করাই লাগে।

তারপর কেটে গেল পাঁচ-পাঁচটি বছর। এরমধ্যে একটা ঈদও দেশে করার সৌভাগ্য হয়নি। প্রায় প্রতিটা ঈদেই সেই প্রথমবারের মতো চোখ ভিজে যায়। মিস করা হয় আপনজনদের। আমি টের পাই মা প্রতি ঈদেই কান্না করেন আমার জন্য। এদিকে পিচ্চি বোনটা বড় হয়ে গেছে। এখন আর তাকে হাত ধরে ঈদে নিতে হয় না। সমবয়সি কাজিনদের সঙ্গে সে নিজেই যেতে পারে। তবুও হয়তো কখনো কখনো ভাইকে মনে করে তারও মনখারাপ হয়।

প্রবাসজীবনটাকে আমার সবসময়ই একটা অভিশপ্ত জীবন মনে হয়। কিন্তু যখন আপনজনদের মুখে হাসি দেখি, তখন ধরেই নিই, উপরওয়ালা হয়তো কিছু কেড়ে নিয়ে তবেই কিছু দেন। আমার নিয়েছেন অনেক কিন্তু দিয়েছেনও দুহাত ভরে। অতীতের সুখ, ঈদের কান্না। বিনিময়ে আপনজনদের হাসিমুখ। এটাই অনেক কিছু। মেনে নিলাম। জীবনের কঠিন বাস্তবতায় অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়।

রাছ লাছফান, কাতার

প্রবাসে প্রথম ঈদ

নাজমুল হোসাইন

২০১৪ সালের আগস্ট মাসে আমার কাতারের প্রবাসজীবন শুরু। তার ক'দিন পরেই কুরবানির ঈদ। সে কুরবানির ঈদে নতুন এক অভিজ্ঞতা হলো আমার। ঈদের একটা দিন, অথচ দুপুরে আমাদের খাওয়া-দাওয়া করতে হয়েছিল আলু-ভর্তা আর ডাল দিয়ে। কাজের চাপে আমরা সেদিন মাংস কেনার জন্য মার্কেটে যেতে পারিনি কেউ।

কাজ-কর্ম গুছিয়ে যখন যাওয়া হলো, ততক্ষণে মার্কেট বন্ধ হয়ে গেছে। এই হলো প্রবাসজীবন, প্রবাসজীবনের ঈদ! ঈদের দিনটাতে ভালো-মন্দ একটা কিছু আয়োজন করে খাওয়ারও যেখানে ফুরসত মেলে না। প্রবাসীদের ঈদ মানে পরিবারবিহীন নিরানন্দ নিঃসঙ্গ একটি দিনযাপন।

কাতার

সবই এখন দুঃস্বপ্নের গল্প

ছানাউল্লাহ

জীবনে প্রথম বারের মতো পরিবার আর বন্ধুদের দূরে রেখে প্রবাসে ঈদ উদযাপন। মিস করা, মিসিং এই শব্দগুলো অনেক শুনেছি। এগুলোর অনুভূতি কেমন হয়, কখনো ভাবিনি।

গ্রাম থেকে সেকেন্ডারি স্কুল শেষে শহরের কলেজে ভর্তি হওয়ার পর যেদিন সেখানে মেস-জীবনটা শুরু হয়েছিল সেদিন আম্মুকে অনেক মিস করেছিলাম। ২০ কিলোমিটার দূরে এসে মনে হচ্ছিল যেন ২০ হাজার কিলোমিটার দূরে চলে এসেছি। কিন্তু ২০১৭-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি কাতারে আসার পর ভাবতেই পারছিলাম না, সেই ২০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে কান্না করা ছেলেটি আজ সত্যিই ৪ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ফেলেছে!

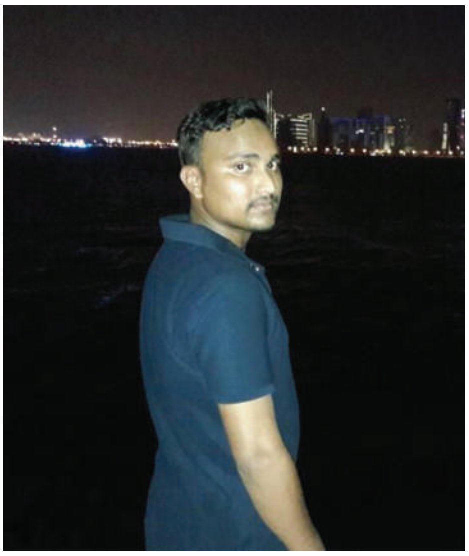

প্রিয়জন ছেড়ে আসার কষ্টগুলো এখন আর চোখে পানি নিয়ে আসে না, শুধু হৃদয়ের গহীনে জমাট বেঁধে পাথর হয়। প্রবাসে আসার আগে মনে হয়েছিল, এখন তো বড় হয়ে গেছি। মা আর পরিবার ছেড়ে দূরে থাকার কষ্ট সহ্য করার মতো প্র্যাক্টিস গত ছয়-সাত বছরে পড়াশোনা করতে গিয়ে করা হয়েছে। এখন আর মিসিং-টিসিং করার মতো অনুভূতি মনে হয় কাজ করবে না। কিন্তু না, প্রবাসে আসার পর আমার এ ধারনা যে বিরাট গলত ছিল, তা ধরা পড়ল। মা আর পিচ্চি বোনটা–যে কিনা সবসময় বুড়ো দাদির মতো কথা বলে আমাকে আর মাকে খুব হাসাত–তাদের প্রতিটা স্মৃতি, প্রতিটা কথা মনে করিয়ে দিয়ে সেই মিস করা নামক শব্দটি চোখের এককোণে পানিকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে আসছে।

দিনগুলো এভাবেই কাটছিল। মে মাসের শেষের দিকে ঘনিয়ে আসছিল রমজান। এর আগে কখনো বাড়ির বাইরে মাকে ছেড়ে প্রথম রোজা শুরু করা হয়নি। মায়ের হাতের প্রস্তুতকৃত ইফতারি আর ভোর রাতে মায়ের ডাকে সাহরি খেতে ওঠা–সবই যেন এখন ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুপি চুপি কোথাও নির্জনে গিয়ে এখন ভাবতে হয় সেই মায়া-মাখানো স্মৃতিগুলো নিয়ে।

একটা একটা করে রমজানের রোজা পালন শেষে ঈদটাও খুব কাছে চলে এল। কষ্টের পাল্লাটা যেন এবার আরও বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে। একসাথে আমরা দুই ভাই প্রথমবারের মতো মাকে ছেড়ে এসে বাইরের অন্য এক দুনিয়ায় ঈদ পালন করব। ভাবতেই কেমন বিদঘুটে লাগছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। এখানে তো প্রকাশ করার মতো কেউ নেই, নেই সেই ছোটকাল থেকে একসাথে বেড়ে ওঠার বন্ধুগুলোও। কার কাছে প্রকাশ করব? সেই অপ্রকাশিত কষ্ট চেপে রেখে ঈদের দিনের প্রস্তুতিও শুরু। তবে এই প্রস্তুতিতে আগেকার প্রস্তুতির বিন্দুমাত্র কিছুই ছিল না। যথারীতি রাতে ঘুম দিয়ে সকালে উঠে নামাজ পড়তে চলে যাওয়া। প্রতিটা মুহূর্তে মনে পড়ছিল পেছনের ২২টি বছরের কথা। পরিবারে দাদি-চাচি তথা মুরুব্বি গোছের যাঁরা ছিলেন তাঁদের সালাম করে, পাশের ঘরের দাদি-চাচিদের কাছ থেকে দোআ নিয়ে মসজিদে যাওয়া, মায়ের কাছ থেকে ঈদ-চাঁদা নেওয়া–সবই যেন এখন দুঃস্বপ্নের গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নামাজ পড়ে আসার পর এখন আর কেউ খাওয়ার জন্য ডাকে না। নিজেরটা খেলে খাও না খেলে ঘুমাও–এটাই এখানকার ঈদ-পরিবেশ। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলে এখন এনাম আর ইবরাহিমের মতো কেউ ফোন করে বলে না, ‘বাজারে আসছি, তাড়াতাড়ি আয়।’ রাত ১০টার কাছাকাছি সময় হলে আম্মুও এখন আর বলে না, ‘অনেক রাত হইছে, এবার বাড়ি চলে আয়।’ মা ছাড়া দূরে থাকার এই অনুভূতি এই ছোট্ট গল্পে প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব না। মা, তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।

কাতার

পরিবারবিহীন পানসে ঈদ

শামসুল হুদা রিন্টু

জীবিকার তাগিদে নিজের দেশের মাটি ত্যাগ করে এই প্রবাস-আগমন। প্রবাসজীবন যে এতটা কষ্টের, কখনো কল্পনাও করিনি। না খেয়ে থাকার কষ্ট কী জিনিস, এই প্রবাসজীবন আমাকে ভালোভাবে শিখিয়ে দিয়েছে। ভোর পাঁচটা থেকে বিকাল পাঁচটা–টানা ১২ ঘন্টা কীভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়, আমি জেনেছি এই প্রবাসজীবন থেকে। জেনেছি নিজের সবকিছুর ওপর পরিবারের সুখ-দুঃখকে কীভাবে প্রাধান্য দিতে হয়।

প্রবাসের এই শিক্ষা থেকেই আমি শত কষ্টের মাঝেও ঈদের আনন্দটুকু খুঁজে নিতে চেষ্টা করি প্রতি ঈদেই। কিন্তু পারি কই?

ঈদের দিনটা অন্যান্য দিন থেকে একটু আলাদা হয় সবার কাছে। আমার কাছেও আলাদা লাগে। সারা বছর প্রবাসটাকে যতটা যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়, তারচেয়ে হাজার গুণ বেশি যন্ত্রণা ঈদের দিনে আমি পাই। মা-বাবা, পরিবার ছেড়ে থাকার কষ্টই অনেক ভয়াবহ, তার ওপর ঈদের দিন!

আমার মতো প্রবাসী প্রতিটা মানুষের মুখেই একটা কষ্টের ছাপ সেদিন আমি দেখি। প্রতিটা মানুষ যেন মনের ভেতর ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। কিন্তু মুখে অভিনয়ের হাসি।

নামাজ শেষ হলেই দেখি মোবাইল ফোনে সবার অসাধারণ অভিনয়; পরিবারকে দেওয়া মিথ্যা সান্ত্বনা 'অনেক মজা হচ্ছে'।

ঈদের নামাজ পড়ে আগের দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সবাই ঘুমোতে চলে যায়। এটাই যেন ঈদ। আমিও যাই ঘুমোতে। ঘুম ভাঙে বিকেলে। তখন আর মনে থাকে না, আজ ঈদ। মনে পড়ে যখন বাইরে বেরোই আর হঠাৎ কেউ একজন বলে, 'ভাই, ঈদ মোবারক!'

রাত হতে হতেই ঈদ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। থাকবেই-বা কেন? তার কী ঠেকা পড়েছে এমন কারো কাছে থাকতে, যে কিনা তার জন্য আনন্দবোধ করে না; শুধু কষ্ট পায়।

এই হলো আমার প্রবাসজীবনে ঈদের অনুভূতি; পরিবার ছাড়া ঈদের আনন্দ যেখানে বড় পানসে লাগে।

কাতার

প্রবাসে প্রথম আহত ঈদ

সালমান

১৮ এপ্রিল ২০১৭। এই দিনে আমি জীবিকার তাগিদে প্রথম কাতার আসি। এখান থেকেই আমার প্রবাসজীবনের সূচনা। পরবর্তী রমজান পর্যন্ত খুশিমনে ভালোয় ভালোয় কাজ করেছি। রমজানের দিনগুলোও ভালো কাটছিল। ডিউটি করতে গিয়ে যদিও একটু কষ্ট হতো, তবুও ভালো ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু ২১ রমজানের দিন ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। আল-বিদ্দা পার্কে সেদিন ডিউটি ছিল। ডিউটি করছি যথাযথ, সকাল ১০টার দিকে হঠাৎ মাথা ঘুরে ছোট ছোট পাথরের ওপর পড়ে যাই। নাকে ও মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। তৎক্ষণাত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। মাথায় সাতটি সেলাই আর নাকের ভেতর দেওয়া হয় ছয়টি সেলাই।

আঘাত তো পেয়েছিই, তার ওপর মনটাও খারাপ হয়ে গেল। ক'দিন পর ঈদ। প্রবাসজীবনে আমার প্রথম ঈদ। জখমের যা অবস্থা, ঈদের আগে ভালো হবে বলে মনে হয় না।

ঈদ চলে এল। কিন্তু আমি তখনও সুস্থ হয়ে উঠিনি। ঈদের জামাতে তাই আর যাওয়া হলো না। সেদিন মনটা প্রচণ্ড খারাপ ছিল। একে তো জামাতে যেতে পারিনি, তার ওপর মায়ের কথা মনে পড়ছিল ভীষণ। মনে পড়ছিল গত ঈদগুলোর কথা। ঈদের সকালে মায়ের হাতের তৈরি সেমাই না খেয়ে কোথাও বেরোতাম না। ঈদগাহে যেতাম বড় ভাইয়ের সঙ্গে। চার বোন অনেক কিছু গিফট করত ঈদের দিন। আজ কোথায় সেসব আনন্দ-আহ্লাদ? কোথায় আমার মা আর ভাই-বোন? হাজার হাজার মাইল দূরে তাদের রেখে জীবিকার তাগিদে আমি আজ প্রবাসী।

ঈদের দিনটায় প্রচণ্ড মিস করি পরিবারের সবাইকে, সেই সঙ্গে প্রিয় মাতৃভূমিকেও।

কাতার

প্রবাসের ঈদ ও ঈদের দিনের কোরমা-পোলাও

শেখ মাইদুল ইসলাম

প্রবাসজীবন একটা অভিশপ্ত জীবন। কত কষ্টের মধ্য দিয়ে যে আমরা প্রবাসীরা বছরের পর বছর অতিবাহিত করছি তা একমাত্র প্রবাসে কদিন যারা থেকেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন। এভাবে প্রতি বছর দুইটা ঈদ আসে। একটা রমজানের ঈদ–ঈদুল ফিতর, অন্যটা কুরবানির ঈদ–ঈদুল আজহা।

ঈদ হলো মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। কিন্তু ঈদ আসার আগে আমরা প্রবাসীরা পেরেশানির মধ্যে থাকি–কবে বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারব। কারণ, আমরা তৃপ্তি পাই তখন, যখন দেখি মা-বাবা ভাই-বোন আর স্ত্রী-সন্তানদের মুখে হাসি ফুটেছে।

ঈদ এলে পরিবারের সবার জন্য নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। এ ছাড়া আরও কত আবদার যে পূরণ করতে হয়। ভাইয়ের আবদার, বোনের আবদার, স্ত্রী-সন্তানদের আবদার–সবার আবদার পূরণ করতে গিয়ে প্রবাসীদের পিঠের ছাল থাকে না। তারপরও কষ্টটা তাঁরা তখনই ভুলে যান, যখন পরিবারের মুখে হাসি দেখেন।

আমাকে অনেক সময় ঈদের দিনও ডিউটি করতে হয়। ঈদের দিন সকালে ফজরের নামাজ পড়ে ঈদগাহ-ময়দানে যাই ঈদের নামাজ পড়তে। নামাজ পড়ে এসে ডিউটির জন্য প্রস্তুত হতে হতে মায়ের মিসকল শুনতে পাই। কল ব্যাক করতেই মা কত কিছু জানতে চান। ঈদে আমি নতুন জামা কিনেছি কি-না, আজ ভালো কিছু পাকিয়েছি কি-না–ইত্যাদি। মায়ের সঙ্গে আমি মিথ্যা কথা বলি। তাঁর সবগুলো জিজ্ঞাসারই ইতিবাচক উত্তর দিই। মায়ের সঙ্গে কথা বলি আর গামছা দিয়ে চোখ মুছি। কিন্তু তাঁকে কোনোভাবেই বুঝতে দিই না, আমি যে কাঁদছি। তাঁকে বলি, ঈদের জন্য আমি নতুন পোষাক কিনেছি, আজ দুপুরে কোরমা-পোলাও খাব। কিন্তু তিনি তো জানেন না, তাঁর ছেলে নতুন জামার বদলে এখন কাজের ইউনিফর্ম পরে আছে। এই ঈদের দিনেও তাঁকে কাজে যেতে হবে। দুপুরে কোরমা-পোলাওয়ের বদলে পলিথিনে করে সাদা ভাত নিয়ে যাচ্ছে কর্মস্থলে, ওগুলোই তার প্রবাসের কোরমা-পোলাও!

কাতার

প্রবাসের ঈদ নিদারুণ একাকিত্বের

আশেক এলাহী

ভাগ্যের লিখন বলি আর যাই বলি, সময়ের প্রবাহে গত ৩০ মে ২০১৪ সালে আমি নিজেকে আবিষ্কার করি প্রবাসী হিসেবে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ঈদ এখানে করেছি। প্রবাসের ঈদ এমন একটা কষ্টের দিন, যেদিন চোখে পানি ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে যায়। বিশ্বের প্রধান ধনী মুসলিম দেশ হলেও কাতারের নাগরিকদের সঙ্গে অনারব প্রবাসীদের ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য-প্রকাশ শূন্যের কোঠায়। তারা প্রবাসীদের থেকে নিজেদের আলাদা ও শ্রেষ্ঠ ভাবতে পছন্দ করে। তাদের সাথে প্রবাসীদের সামাজিক সম্পর্ক ঈদের দিনগুলোতেও দেখা যায় না। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে প্রবাসীরা অনেকটা একঘরে। প্রবাসের ঈদ প্রায় বাঙালি প্রবাসীর কাটে আনন্দহীন শুকনোভাবে।

ফজরের পরপরই ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তারপর আমাদের অনেকের আর করার মতো কিছুই থাকে না। বাইরে প্রচণ্ড গরম থাকায় কোথাও ঘুরতেও যাওয়া যায় না। দিনমান বিছানায় পড়ে ঘুম। বিকেলের দিকে কারো মন চাইলে একটু ঘোরাঘুরি করে আসে।

পরিবার-পরিজন ছাড়া খুব কষ্ট হয় প্রবাসজীবনের ঈদে। অতীতের সুখময় ঈদগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে কখন যে গাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে থাকে টেরই পাওয়া যায় না। প্রবাসের ঈদগুলো এজন্য নিদারুণ কষ্ট আর একাকিত্বের।

কাতার

কাতার প্রবাসী সবাইকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

অধ্যাপক এ. কে. এম. আমিনুল হক

কাতার প্রতিনিধি, এনটিভি

সভাপতি
বাংলাদেশ লেখক সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশন কাতার

সিইও
আলহিম্মা আলকাতারি রিয়েল এস্টেট, দোহা

মোবাইল: ৭০৪১ ০৮১৫, ৭০৯৭ ০৯৭৪
ইমেইল: aminulntvqatar@gmail.com

কাতার প্রবাসী সবাইকে
ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

আমিনুল ইসলাম

কাতার প্রতিনিধি
ডিবিসি নিউজ, বাংলানিউজ ২৪.কম, বাংলাদেশ প্রতিদিন

সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ লেখক সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশন কাতার

মোবাইল: ৭০৬৩ ১৫৮৪
ইমেইল: aminulislambd365@gmail.com

কাতার প্রবাসী সবাইকে
ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

আবু হানিফ রানা

কাতার প্রতিনিধি
যমুনা টেলিভিশন

সাহিত্য সম্পাদক
বাংলাদেশ লেখক সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশন কাতার

মোবাইল: ৫৫৫৬ ৪৬২৮
ইমেইল: ahranaqatar@gmail.com

কাতার প্রবাসী সবাইকে
ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

এম এ সালাম

কাতার প্রতিনিধি
একুশে টেলিভিশন

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ লেখক সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশন কাতার

মোবাইল: ৭৭৪৯ ০৭৪৭
ইমেইল: salam.millenniumtv@gmail.com

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও
বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা

আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ আল মামুন রেনু

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আলজুফেরি ট্রেডিং এন্ড কন্ট্রাক্টিং

উপদেষ্টা, শাহ সৈয়দ রাশিদ আলী ফাউন্ডেশন, কুলাউড়া

সম্ভাব্য মেয়র পদপ্রার্থী, কুলাউড়া পৌরসভা

আলসাওয়াহেল রেস্টুরেন্ট

বাংলাদেশি সুস্বাদু খাবারের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী: লোকমান সওদাগর

আলওয়াকরাহ রোড, ওয়াকরাহ, কাতার
মোবাইল: ৫৫১৬ ২১৫৫

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও
বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা

জসিম উদ্দীন দুলাল
সভাপতি

নুরে আলম
সাধারণ সম্পাদক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রবাসী কল্যাণ ঐক্য পরিষদ কাতার

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও
বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন কাতার

মো. হারুনুর রশিদ

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

আলদাম্মাম ট্রেডিং এন্ড কন্ট্রাক্টিং, আলমামা ট্রেডিং এন্ড কন্ট্রাক্টিং

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
কাতারপ্রবাসী ও বিশ্বময় ছড়িয়ে
থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা

মো. পায়েল আহমদ জসিম
সভাপতি

রুবেজ আহমদ রুবেল
সাধারণ সম্পাদক

আমতৈল আদর্শ সমাজ কল্যাণ সংস্থা কাতার

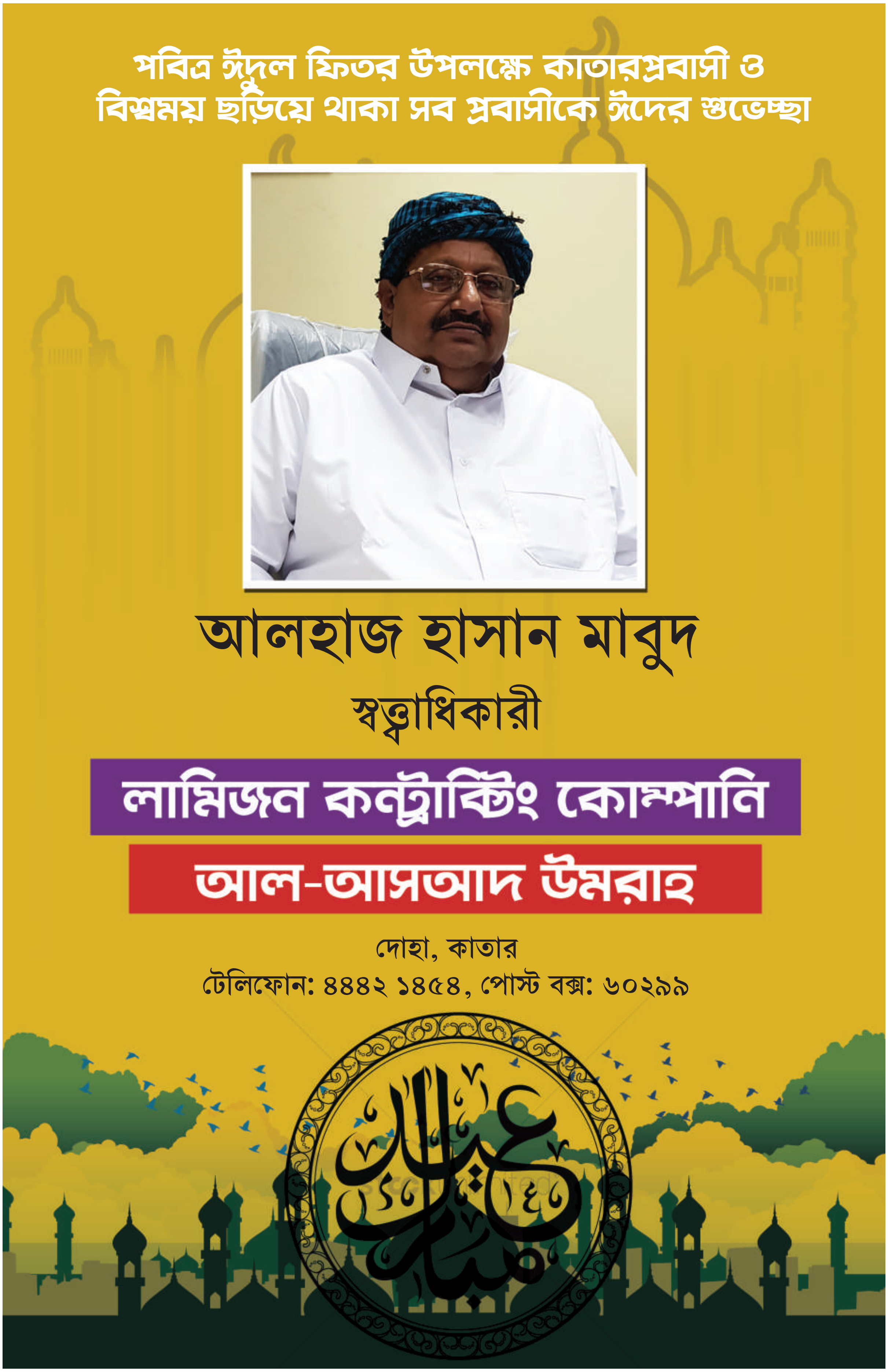

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও
বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা
আলহাজ হাসান মাবুদ
স্বত্বাধিকারী
লামিজন কন্ট্রাক্টিং কোম্পানি
আল-আসআদ উমরাহ
দোহা, কাতার
টেলিফোন: ৪৪৪২ ১৪৫৪, পোস্ট বক্স: ৬০২৯৯

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারপ্রবাসী ও
বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা সব প্রবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা

মোহাম্মদ এনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আল মোহান্নাদি গ্রুপ

আলমোহান্নাদি বিজনেস এন্ড ট্রেডিং (ফার্নিচার শো রুম)
দোকান নং: ৯, সুক হারেজ, নাজমা, মোবাইল: ৫৫৪১ ৫৩৮২

আলমোহান্নাদি বিজনেস এন্ড ট্রেডিং (ফার্নিচার শো রুম)
দোকান নং: ১০, সুক হারেজ, নাজমা, মোবাইল: ৫৫৯৪ ১৯৯৬

রয়েল কাতার ফার্নিচার
দোকান নং: ৭৪, সুক হারেজ, নাজমা, মোবাইল: ৬৬৬২ ৬৩৬৪

আলমোহান্নাদি বিজনেস এন্ড ট্রেডিং
সিলিয়া, গেট নং: ১৭, স্ট্রিট: ৩৭/৩৮, মোবাইল: ৩০৬৯ ৮৬৫৪, ৫৫৪৭৪৯৩১

এবিএম ট্রান্সপোর্টেশন
মোবাইল: ৫৫৬৬ ৩৭২৭

Naseem Al Rabeeh

C Ring Road, Opp Gulf Times, Doha - Qatar
Tel: +974 44652121/44655151
E-mail: info@naseemalrabeeh.com

مركز نسيم الربيع الطبي
Naseem Al Rabeeh Medical Centre

Working Hours
7am to 12 Midnight

ساعات العمل
من ٧ صباحا حتي ١٢ مساءا

Departments

Internal Medicine	Dermatology	أخصائي الأمراض الجلدية	أخصائي الباطنية
Paediatrics	Cardiology	أمراض القلب	أخصائي الأطفال
Gynaecology	Urology	أمراض المسالك البولية	أخصائي أمراض النساء
Infertility	Gastroenterlogy	أمراض الجهاز الهضمي	أخصائي العقم
Ophthalmology	Radiology	الأشعة	أخصائي طب العيون
ENT & Audiology	Laboratory	المختبر	أخصائي طب الأنف والأذن والحنجرة
Dentistry	Optical	قسم البصريات	طب الأسنان
Psychiatry	Physiotherapy	العلاج الطبيعي	الطب النفسي
Orthopaedics	Pharmacy	الصيدلية	جراحة العظام

اقسامنا

Departments Working on Friday

Internal Medicine | Paediatrics | Ophthalmology
ENT | Dentistry | Orthopaedics
Dermatology | Laboratory | Optical | Pharmacy

الأقسام العاملة يوم الجمعة

أخصائي الباطنية | أخصائي الأطفال | أخصائي طب العيون
أخصائي طب الأنف والأذن والحنجرة | طب الأسنان | جراحة العظام
أخصائي الأمراض الجلدية | المختبر | قسم البصريات | الصيدلية

Insurance Partners

شركائنا في التأمين

www.naseemalrabeeh.com

Naseem Al Rabeeh Medical Centre